বিদ্রোহী-বন্দিনী

বিরাট-নন্দিনী।

নাটক।

"দুঃখ-মালা"-রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত।

২।২নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রফুল্লকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
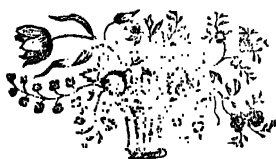
কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৬নং কলেজস্কোয়ার, সাম্যযন্ত্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০২।

মূল্য ॥৶০ আনা।

(উৎসর্গ।)

স্বর্গীয়

পরমারাধ্য পিতৃদেব

প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মহাশয়ের

পবিত্র নামে

তদীয় দুহিতা

গ্রন্থকর্ত্রী

কর্ত্তৃক

ভক্তিভরে

এই গ্রন্থ খানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থকর্ত্রীরূপে যশোলাভের আশায় এই নাটকখানি প্রকাশিত হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্য, কারণ যশোলাভের কোন গুণই এই নাটকে নাই। তবে প্রকাশিত হইল কেন, সে সম্বন্ধে একটী কথা আছে। স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিকট—পরে স্বর্গীয় ইষ্টদেব স্বামির নিকট পুরাণালোচনাকালে এই নাটকখানি রচিত হয়। আমার ভ্রাতৃস্থানীয় স্নেহশীল শ্রীমান্ মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের উৎসাহ-বাক্যই এই "বিরাট-নন্দিনী" প্রকাশের মূল।

যদি কোন পাঠক বা পাঠিকা, এতৎপাঠে কিঞ্চিন্মাত্র সন্তোষ লাভ করেন, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

দশঘরা।
বৈশাখ, ১৩০২ সাল।

গ্রন্থকর্ত্রী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

রাজা বিরাট	...	মৎস্য দেশাধিপতি।
উত্তর	...	ঐ পুত্র।
শ্রীকৃষ্ণ	...	দ্বারকাধিপতি।
যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব	...	পঞ্চপাণ্ডব।
অভিমন্যু	...	অর্জ্জুনের পুত্র।
দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বৃহদ্বল, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ	...	কৌরবপক্ষীয় সপ্তরথী।

মন্ত্রী এবং যাদবগণ প্রভৃতি।

স্ত্রীগণ।

সুদেষ্ণা	...	...	বিরাটরাজ-মহিষী।
উত্তরা	...	...	ঐ কন্যা।
সৌদামিনী	...	...	উত্তরের স্ত্রী।
বিজলী	...	...	উত্তরার সখী।
সুভদ্রা	...	...	অর্জ্জুনের স্ত্রী।

সখীগণ, পরিচারিকাগণ এবং প্রতিবাসিনীগণ প্রভৃতি।
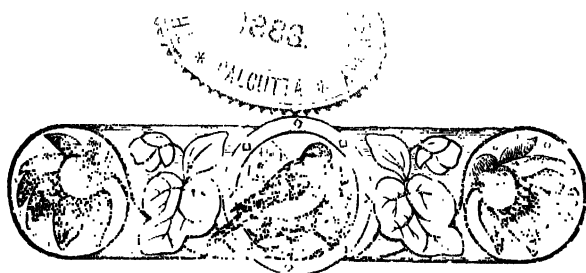
বিরাট-নন্দিনী।

(দৃশ্য কাব্য।)

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুরস্থ একটী কক্ষ।)

(সৌদামিনী এবং উত্তরা আসীনা।)

সৌদামিনী।—ভাল ঠাকুরঝি! আমরা জানি, বনের ফুল বনে ফুটে, আপনিই মরমে মরমে পুড়ে, অযত্নে—অনাদরে অকালে শুকায়। তার রূপের গৌরব—মধুর সৌরভ, তাতেই থেকে যায়; কিন্তু রাজোদ্যানে পারিজাত ফুটেছে, ফুল্ল পরিমল চার্‌দিকে

ছুটছে, অথচ সে হেন পারিজাত, বনফুলের মত—প্রভাতের কাঁদো কাঁদো চাঁদের মত—আপন প্রাণে আপনি কেঁদে কেঁদে, হিমানীমাখা প্রফুল্ল শতদলের মত বিষাদিনী মূর্ত্তি ধর্‌ছে কেন, তাত বুঝতে পার্‌ছি না।

উত্তরা।—বৌ! তোমার মূলেই ভুল, তা বুঝবে কি ক'রে? এ সংসারে কি সকলেই হাসতে আসে? কেউ সারা জীবনটা কেঁদে কেঁদেই মরে, কেউ জন্মাবধি হাসতেই থাকে। যার যেমন কপাল। রাজার কাননে কি ঘেঁটু ফুল ফুটে না?

সৌদা।—(উত্তরার চিবুক ধারণ করিয়া) ঠাকুরঝি! এমন রূপতরঙ্গে ঢল ঢল সোণার কমলকে কে বলবে ঘেঁটু ফুল? তোমার এই দশা দেখে, আমার একটা গান মনে পড়ল—

(রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।)

বিফলে যায় যে তব যৌবন।
কবে নবীন নাগরবরে করিয়ে বরণ—
উপহার দিবে মন, প্রাণ, যৌবনধন?
বসায়ে সযতনে হৃদয়-আসনে,
সজনি! তোমার সে প্রাণধনে—
গোপনে গোপনে দুজনে রে!
প্রণয়-সুধা পানে জুড়াবে এ জীবন।

উত্তরা।—তোমার কথা শুনে কান্নাও পায়, হাসিও আসে।

সৌদা।—কেন ভাই! আমি এমন কি বল্‌লেম যে, এক সঙ্গে তোমার চক্ষে কান্না আর মুখে হাসি দেখা দিলে?

উত্তরা।—আমার দুঃখে তুমি দুঃখিত, এইজন্য কান্না পাচ্চে। শোক-দুঃখের সময় কোন ব্যথার ব্যথী যদি কাছে এসে সান্ত্বনা

করবার জন্য কাঁদে, তাতে শোকের উচ্ছ্বাস উথলে উঠে না কি?—তাই আমি কাঁদ্‌ছি। আর আমি কবে নবীন নাগরকে বরণ করব, এই কথাতেই হাসি পাচ্চে। বৌ! তোমাদের দেশের মেয়েরা, আপনারাই খুঁজেপেতে মনের মত পছন্দ করে নবীন নাগরকে বরণ করে না কি?

সৌদা।—হেস না ভাই! আমাদের দেশে সময়ে সময়ে স্বয়ম্বর-সভায় মনের মত পতির গলায় মাল্য দান করে, তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করে বৈকি। এই কি তোমার হাসির কথা? এই রাজবাটীতে যদি স্বয়ম্বর-সভা হত, তাহলে দেখা যেত কে হাস্‌ত।

উত্তরা।—চুপ কর। মা আস্‌চেন।

(সুদেষ্ণার প্রবেশ।)

সুদেষ্ণা।—বৌমা! আজ তোমরা ননদভাজে দুটীতে এমন মলিনভাবে বসে রয়েছ কেন মা?—দুজনে মাথা বাঁধ, বেশ বিন্যাস কর। সখীদের সঙ্গে বাগানে গিয়ে ফুল তুলে, মালা গেঁথে গলায় মালা পর। এমন করে বিষাদিনীর মত বসে কেন মা?

উত্তরা।—না মা! সে সব কর্‌তে আমার ইচ্ছা যায় না।

সৌদা।—(হাসিতে হাসিতে সুদেষ্ণার প্রতি চাহিয়া) তাত যথার্থই মা! আপনার মেয়ের এখন ওসব ইচ্ছা যাবেই বা কেন? এত বয়স হ'ল, তবু ত আপনারা ওঁর বিয়ের নামটীও করেন না।

সুদেষ্ণা।—তা কি কর্‌ব মা! মনের মত বর না পেলেত আর যার তার হাতে উত্তরাকে দিতে পারা যায় না? সেই জন্যই অনেক খুঁজ্‌তে হচ্চে। কাজে কাজেই এত দেরি হচ্চে।

সৌদা।—ঠাকুরঝির শিগ্‌গির বিয়ে হলে, নন্দাইকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি—কত সুখে থাকি।

সুদে।—যখন উত্তরের বিয়ে হয়, সেই তখন থেকেই আমার মনে সাধ হয়েছে যে, যেমন মনের মত বৌটী হল, তেমনি একটী মনের মত জামাই হলে, চারিটীকে নিয়ে, কিছুদিন মনের সুখে থাকি। দেখি, এখন ভগবানের ইচ্ছা কি হয়।

সৌদা।—মা! ঠাকুরঝির চুলগুলি কেমন সুন্দর ছিল, খুলে দিলে পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত ঠেক্‌ত, কিন্তু দেখুন মা! সেই চুল এখন ছোট হয়ে যাচ্চে কেন? এই দেখুন, আমি খুলে দিই।

(সৌদামিনী কর্ত্তৃক উত্তরার কেশোন্মচন।)

সুদে।—(সবিস্ময়ে) ওমা!—তাইত বটে! অনেক দিন ঠাওর করে দেখিনি, চুলগুলি যে সব নষ্ট হয়ে যাচ্চে! দেখি বৌমা! তোমার চুলগুলিও খোলত দেখি। (সৌদামিনীর কেশোন্মচন) ওমা! তাইত! একি! দুজনকারই চুল নষ্ট হয়ে গেছে! কেন মা! তোমরা কি চুলে তেল দাওনা? মাথা কি বাঁধনা? আহাহা! দুটীতেই ছেলে মানুষ, কেউ কি যত্ন জানে? বেশকারিণীরা কি কেউ দেখে শুনে না? তবে তারা কি কর্‌তে আছে?

উত্তরা।—দেখ মা! তারা যে আমাদের মাথা বেঁধে দেয়, তাতে আমাদের মাথায় বড় লাগে। মনে হয় যে, আর বাঁধব না।

সৌদা।—হাঁ মা! আমারও বড় লাগে।

সুদে।—আমরে যাই! আমি নিজে দেখ্‌তে শুন্‌তে পারিনি বলে, বাছাদের এত কষ্ট। এমন চক্‌চকে কাল চামরের মত চুলগুলি আহা! অযত্নে সব নষ্ট হয়ে যাচ্চে। আজ তাদের আচ্ছা

করে শেখাব। তোমাদের সখীরাই বা সব কোথায়? তাদেরও যে দেখ্‌তে পাচ্চি না?

উত্তরা।—তারা ফুল তুল্‌তে গেছে।

সুদে।—কেন? তোমরাও ফুল তুল্‌তে গেলেনা কেন? তাহলে বাগানটাও ত দেখে আস্‌তে পার্‌তে। তোমরা রোজ বাগানে বেড়াতে যাওত?

সৌদা।—না মা! আমরা তা কই যাই না।

সুদে।—কেন? যাওনা কেন? এই ছেলে বয়েস, আমোদ আহ্লাদে পাঁচজন সমবয়সির সঙ্গে বেড়াবে, খেলা কর্‌বে। এই সময়ে যা কর্‌বে তাইত ভাল লাগবে, এর পর আর কিছু কি ইচ্ছে যাবে?

উত্তরা।—না মা! যতক্ষণ বেড়াব, ততক্ষণ অন্য কাজ কর্ম্ম শিখলে কত উপকার দেখবে।

সুদে।—হাঁ মা! এ সুবুদ্ধি যদি হয়ে থাকে, সেত উত্তমই, তার চেয়ে ভাল আর কি আছে? তবে কিনা নিতান্ত দিন রাত ঘরে বসে থাক্‌লে মন খারাপ হয়ে যায়। এই এখন তোমাদের ছেলে বয়েস তাই বল্‌ছি। তোমরা কি কি কাজ শিখেছ আমাকে একদিন দেখিওত।

উত্তরা।—মা! যেদিন তোমার ইচ্ছা হবে, সেই দিন আমাকে বোলো, তোমাকে সব দেখাব।

সুদে।—আচ্ছা তা বল্‌ব। একবার কাকেও ডাক দেখি, তোমাদের চুল বাঁধবার সব আয়োজন করে এনে দিক আর কেশবিন্যাসকারিণীকে ডেকে দিক।

সৌদা।—না মা! তাদের আপনি কিছু বল্‌বেন না।

সুদে।—ভাল, তাদের বল্লে যদি তোমাদের লজ্জা বোধ হয়, তবে বলব না। তারা এসে তোমাদের চুল বেঁধে দিক।

উত্তরা।—মা! তোমার কথা শুন্‌তে পেয়ে ঐ যে তারা আস্‌ছে।

(কেশবিন্যাসের সমস্ত দ্রব্যসহ কেশবিন্যাসকারিণী ও সখিগণের প্রবেশ।)

কেশবিন্যাসকারিণী।—রাণি মা! আজ আপনার সুমুখে রাজ-কন্যা ও রাজবধূর কেশবিন্যাস কর্‌তে হবে? আজ কি আপনার কন্যার বর আস্‌বে নাকি গা?

সুদে।—এসত, আজ আমার কাছে বসে, উত্তরার চুল বেঁধে দাওত। হাঁ মা! তুমি কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে?—উত্তরার বিয়ে? তা একদিন হবেই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, সে দিন শীঘ্রই হক। দেখ, ওরা দুটীতেই ছেলে মানুষ; তোমরা এদের চুলগুলির যত্ন কোরো, যেন নষ্ট না হয়।

কেশবিন্যাসকারিণী।—তা করি বৈকি মা! আমরা ত এই করতেই আছি। এ না কর্‌লে তবে আর কি করব? আসুন ত রাণি মা! আজ আপনারও মাথাটী বেঁধে সিন্দূর পরিয়ে দিই।

সুদে।—না মা! আমার চুল আর বাঁধতে হবে না। ওদের বেঁধে দাও। দেখ বৌমা আর উত্তরার এমন যে কাল চকমকে চুল পা অবধি গড়িয়ে পড়ত, আহা! বাছাদের সে চুল আর নেই! অযত্নে চুলগুলি ছোট হয়ে যাচ্চে! মাঝে মাঝে আবার জট পড়তে আরম্ভ হয়েছে! আজ একটু যত্ন করে ভাল করে বেঁধে দাও। আমি যাই—আবার সব আয়োজন করতে হবে।

সৌদা।—না মা! আপনি যাবেন না, চুল বেঁধে তবে যান।

উত্তরা।—মা! তুমি আগে না বাঁধলে, আমরা বাঁধব না।

সুদে।—একি সব ছেলেমানসে কথা গা। ঝি-বৌয়ের সঙ্গে বুড়মাগির মাথা বাঁধতে কি লজ্জা করবে না? সেই যে দিন তোমার বিয়ে হবে, সেই দিন মাথা বেঁধে জামাইয়ের করে তোমায় অর্পণ করব।

(সুদেষ্ণার প্রস্থান।)

সৌদা।—শুনলে? মা বলে গেলেন, তোমার বিয়ে হবে।

উত্তরা।—তবে আর কি? ঐ শুনে তুমি আজ হতে আহ্লাদে নাচতে থাক।

প্রথমা সখী।—সখীর বিয়ের কিছু স্থির হয়েছে নাকি?

উত্তরা।—উনিই জানেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর।

সৌদা।—তা ভাই! আমিই বা কেমন করে জানব বল? তোমার দাদা ত আমার কাছে আসেন নাই যে, বলে গেছেন।

দ্বিতীয়া সখী।—কেন? যুবরাজ তোমার কাছে কত দিন আসেন নাই?

সৌদা।—আজত ভাই! আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই, তাই বলচি।

তৃতীয়া সখী।—তবে কি আজকের মধ্যেই বিবাহ ঠিক হয়ে গেল? এমন কি হয়?

উত্তরা।—বৌদের দেশে ওরকম হয়।

সৌদা।—মা ঐ বল্লেন, তাই বলছি। সত্যি ভাই! আমার

কেবল মনে হয় যে, কবে ঠাকুরঝির বিয়ে হবে—ঠাকুর জামাইকে নিয়ে কত আমোদ করব।

(পিলু—আড়াঠেকা)

মনের সুখেতে সখি! আনন্দে ভাসিয়া যাব।
বিবাহ-বাসরে সবে মঙ্গল-সঙ্গীত গাব॥
কথা কব হাসি হাসি, ঠাকুরঝি দেখিবে বসি,
সবে মিলে অবশেষে, রতনে রতন মিলাব।

প্র-স।—তুমি যে দেখছি, এখনই সব আমোদ করে নিলে এরপর না জানি ঠাকুরজামাইকে দেখে কি করবে।

উত্তরা।—বৌ তুমি ভাই! ঠিক যেন পাগল।

সৌদা।—তোমার বিয়ের জন্যে ভেবে ভেবে আমি পাগলই হয়েছি।

দ্বি-স।—কেন সখীর এর মধ্যেই কি বিয়ের বয়েস গেল না কি?

সৌদা।—তা নয়ত কি ভাই! মা বলেন, ঠাকুরঝির বয়স ষোল বৎসর হল। এইত ভাই! পূর্ণ যৌবন।—ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা।

উত্তরা।—তোমার ভাই! কুমারী বয়সে বিয়ে হয়েছে বলে কি সকলকারই বিয়ে তাই হতে হয় নাকি?

সৌদা।—আমার মনে হচ্ছে যে, তোমার বিয়ে যদি আমার চেয়েও কম বয়সে হত, তাহ’লে আরো ভাল হত।

তৃ-স।—কেন ভাই? সখী কি তোমার চেয়েও দেখতে বড়?

সৌদা।—না ভাই! তা নয়, সে জন্যে বলিনি; বলি তাহলে আমার বেশ মনে সুখ হত।

প্র-স।—তাহলে যে, এতদিনে সখী শ্বশুরবাড়ী চলে যেতেন।

উত্তরা।—ও সখি! বৌয়ের বুঝি তাই ইচ্ছা যে, ননদের থেকে কাজ নাই।

সোদা।—না ভাই! তবে আর বলবো না।

উত্তরা।—মিছে বাজে কথা রেখে দাও। এখন মাথা বাঁধ।

(উত্তরা ও সৌদামিনীর কেশবন্ধন করিতে করিতে সখিগণের গীত।)

(খাম্বাজ—কাশ্মিরী খেম্‌টা।)

ফুলহারে বাঁধব আজি চুল।
বিনোদ বেণীর শোভা হবে দেখ্‌তে সে অতুল॥
জলদে দামিনীর খেলা, কাল চুলে ফুলের মালা,
নবীন নাগর হবে সখি! সৌরভে আকুল।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—সৌদামিনীর গৃহ।)

(উত্তরের প্রবেশ।)

উত্তর।—(স্বগত) কৈ প্রিয়া কোথায়?

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

এই যে! মেঘ না চাইতেই জল!

সৌদা।—শরৎকালের জল এইরূপই হয়ে থাকে, তাকি জান না?

উত্তর।—অন্যদিন আমি ঘরে এলে, কতক্ষণ পরে তবে তুমি রূপের ডালি নিয়ে দেখা দাও; আজ আমি আসতে না আসতেই তুমি ঘরে এসেই আধো আধো হাসিবাণে প্রাণ কেড়ে নিলে, তাই বলছি।

সৌদা।—যেদিন চারচখে প্রথম দেখা, সেই দিনইত কাড়াকাড়ি হয়ে গেছে। আজ আর নূতন কি কাড়ব বল?

উত্তর।—তুমি যত পেরেছ, আমিত আর তত পারিনি।

সৌদা।—বটেইত! তুমি পুরুষ, আর আমি অবলা রমণী, কার বল বেশি?

উত্তর।—বল আমাদের বেশি বটে, কিন্তু বাণগুলি যে তোমাদের হাতে? কাছে এগোয় কার সাধ্যি? তোমরা হলে শক্তিরূপিণী, তোমাদের শক্তিতেই আমাদের শক্তি।

সৌদা।—তোমাদের সঙ্গে কথায় কে পারবে বল? বলি, আজ অসময়ে অকস্মাৎ দাসীর প্রতি এত অনুগ্রহ কেন?

উত্তর।—তোমার ঐ চাঁদমুখখানি দেখব বলে।

সৌদা—তামাসা রেখে দাও, সকল সময় কি তামাসা ভাল লাগে?

উত্তর।—কেন? তোমার ঐ চাঁদমুখখানি কি শরতের সেই স্বচ্ছ আকাশের পূর্ণচন্দ্রের মত নয়? না, আমি কখনও দেখিনি যে, আমার ওকথাটা তুমি তামাসা মনে করলে? এক-বার দর্পনে আপনার ঐ সুধামাথা মুখখানি আপনি দেখ দেখি, তাহলে কি চক্ষের পলক ফেলতে ইচ্ছা করবে?

সৌদা।—তবে কি তুমি আমায় দেখে চক্ষের পলক ফেল না?

উত্তর।—পলক ফেলি বটে, কিন্তু সে সময়ে প্রলয় জ্ঞান করি। আর সময়ে সময়ে অনিচ্ছায় চক্ষের আড়ালে পলক ফেলি বটে, কিন্তু হৃদয়পটে যে, ঐ রূপখানি একেবারে আঁকা।

(ঝিঁঝিট—একতালা।)

শয়নে স্বপনে সদা জাগে তব মুখ মনে।
হৃদয়ে আঁকিয়ে ছবি হেরিরে জ্ঞাননয়নে।
যখন চক্ষে দর্শন করি এই বিধুবদন,
হয়ে সব বিস্মরণ, চেয়ে থাকি মুখপানে।
পলকে প্রলয় জ্ঞান হয় ক্ষণ অদর্শনে।
না হেরি মুখকমল, হই যে কত চঞ্চল,
তুমি কি জানিবে বল, অন্তর্যামী সব জানে।
আমি জানি আর প্রিয়ে! আমার নয়ন জানে।

সৌদা।—তুমি কি আমায় এতই ভালবাস যে, সত্যি সত্যিই চক্ষের পলক ফেলতে প্রলয় জ্ঞান কর? তবে না দেখে থাক কি করে?

উত্তর।—তাত বললেম, হৃদয়ে তোমার ছবি আঁকা আছে, মানস-চক্ষে যে সদাই দর্শন করছি। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে ছেড়ে যদি থাকা যায় না, তবে তুমি আমায় কি ভালবাস না? তুমিও ত আমায় ছেড়ে থাক।

সৌদা।—আমি যা তোমাকে ভালবাসি, তা কেউ কাকেও তত ভালবাসে না। এখন বল দেখি, কেন এমন অসময়ে এসেছ?

উত্তর।—কেন? এমন সময় আসতে নাই কি?

(ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।)

তব মুখ সুধাকর নয়ন মম চকোর।
হেরিতে বাসনা প্রিয়ে! হইল অন্তরে মোর।
সুধাপান অভিলাষে, আসিলাম তব পাশে,
কথা কহ হেসে হেসে, প্রাণ হোক প্রেমে বিভোর।

সৌদা।—চতুরের সম্বল কেবল তোষামোদ। ও সব এখন ছেড়ে দাও, এখন বল দেখি আগমনের কারণটা কি?

উত্তর।—একটী শুভসমাচার দিতে এসেছি। যাতে তুমি সুখী হবে—যার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়েছ।

সৌদা।—কিসের জন্যে আমি ব্যস্ত হয়েছি? কৈ কিছুত আমার মনে পড়ছে না।

উত্তর।—আজ তোমার মনের এত বিপরীত ভাব কেন বল দেখি?

সৌদা।—তোমার মুখখানি দেখলে যে সকলি ভুলে যাই। তা না হলে কি পিতা মাতা সকলকে ভুলে আছি?

উত্তর।—আমাকে যে প্রতিক্ষণেই জিজ্ঞাসা কর, উত্তরার বিয়ের কথা।

সৌদা।—(হাস্যবদনে) ঠাকুরঝির বিয়ে হবে নাকি? তাই বলতে এসেছ?

উত্তর।—হাঁ, তোমার ঠাকুরঝির বিয়ে হবে। কিন্তু এইবার নূতন ঠাকুরজামাইয়ের কাছে যখন তোমার ঐ ভুবনভোলান রূপের ডালি বার করে, ঐ বিশ্বজয়ী চখে আড়ে আড়ে বাণ হানবে, তখনই প্রতুল হবে আর কি! (সৌদামিনীর চিবুক ধারণ)।

সৌদা।—এখন তামাসা রাখ, সত্যি করে বল, ঠাকুরঝির কবে বিয়ে হবে? বরটী কেমন? সুন্দর হবেত?

উত্তর।—ঐ কথা বলতেই ত এসেছি। কোথায় বিয়ে হবে বলি শুন। তোমাদের যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়েছেন, সেই বৃহন্নলা—তাঁকে জানত? তাঁর পুত্র অভিমন্যু। তাঁর সঙ্গে উত্তরার কাল শুভপরিণয় হবে।

সৌদা।—সে কেমন হবে? তিনি যে আমাদের বাড়ীতে রয়েছেন। তাঁর কি ছেলে আছে নাকি? কেন তামাসা কর?

উত্তর।—ব্যস্ত হও কেন?—আগে আদ্যোপান্ত সব বলি, শুন, তবে বুঝবে যে, কেমন মনের মত ঠাকুরজামাই হবে।

সৌদা।—ভাল, আমি স্থির হয়ে শুনচি, তুমি বলে যাও।

উত্তর।—পঞ্চপাণ্ডবের নাম শুনেছত? এঁরা পাঁচজনে

সেই পঞ্চপাণ্ডব। যিনি কঙ্ক, তিনি যুধিষ্ঠির; যিনি সূপকারের কাজ করেন, তিনি মহাবীর ভীম; যিনি বৃহন্নলা নামে পরিচিত, তিনিই অর্জ্জুন; আর যে দুইজন গোপালক ও অশ্বপালক, তাঁরা নকুল ও সহদেব। আর যিনি সৈরিন্ধ্রী, তিনি তাঁদের মহিষী দ্রৌপদী।

সৌদা।—এঁরা সেই পঞ্চপাণ্ডব? সে কি? তবে এঁরা কেনই বা এতদিন ছদ্মবেশে এখানে এমন হীনাবস্থায় রয়েছেন?

উত্তর।—প্রিয়ে! জ্ঞাতি দুর্য্যোধন, শত্রুতাসাধন জন্য পাশা খেলার প্রস্তাব করেন; শকুনি কপট পাশাখেলায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই পাশাখেলাতে রাজ্য-ধন-সর্ব্বস্ব, এমন কি প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ করেন।

সৌদা।—কি বল্‌লে?—দ্রৌপদীকে পণ? এমন পণ ত কোথাও শুনি নাই। কি লজ্জার কথা!

উত্তর।—রাজা যুধিষ্টির গ্রহবৈগুণ্যবশতঃই ওরূপ পণ করে-ছিলেন। শেষ দ্বাদশ বর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হন। বনবাসের পর শেষে এক বৎসর আমাদের এখানেই অজ্ঞাতবাসে কাটালেন। আমি যে সেদিন কুরুযুদ্ধে গিছলেম, তাতে একমাত্র বৃহন্নলার বাহুবলে আর অসীম বীরত্বেই আমার প্রাণ রক্ষা হয়েছে। সেই যুদ্ধের পরই তাঁদের পরিচয় পেয়েছি। তুমি শুনে থাকবে; অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের যে ভগ্নি সুভদ্রাকে বিবাহ করেন, অভিমন্যু তাঁরই গর্ভজাত সন্তান। তাঁরই সঙ্গে উত্তরার বিবাহ দিতে আমাদের অভিলাষ এবং পঞ্চপাণ্ডবেরও বিশেষ বাসনা, সেই জন্যেই বিবা-হের কথাবার্ত্তা আজই সব স্থির হল।

সৌদা।—তবেত ঠাকুরঝির উত্তম বরই হয়েছে। ভাল, বিয়ে কবে হবে? মা বুঝি তাই আজ ইঙ্গিতে বলছিলেন?

উত্তর। কৈ? মা ত এখনও এ বিষয়ের কিছু শুনেন নি। কাল রাত্রিতে সবে তাঁদের অজ্ঞাতবাস-কাল শেষ হয়েছে। আজ প্রাতে এই কথার উত্থাপন হওয়া মাত্রই শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই মাত্র এ সম্বন্ধে দূত পাঠান হল। তুমি নাকি উত্তরার বিবাহের জন্য বড়ই ব্যস্ত, তাই তোমার কাছে আগে এই সংবাদ দেবার জন্যে এলেম। মা এখনও শুনেন নি।

সৌদা।—তবে মাকে শিগ্‌গির এই শুভ সংবাদটী দাও গিয়ে।

উত্তর।—তুমিই না হয় বলিও।

সৌদা।—না, তা কি কখনো ভাল দেখায়? যদি তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কোথা থেকে শুন্‌লে, তা হলে আমি কি বলব?

উত্তর।—না, না, তোমায় বলতে হবে না, আমিই বলতে এসেছি। তুমি না কি উত্তরার বিবাহের জন্যে ক্ষেপে উঠেছ, তাই তোমায় আগে বললেম।

সৌদা।—তবে তুমি আগে মাকে বলগে, আমি ঠাকুরঝি ও সখীদের বলিগে।

উত্তর।—দাঁড়াও, একটা কথা বলি শুন। উত্তরাকে যে বলতে যাচ্ছ, একথা শুনে কি তার আহ্লাদ হবে?

সৌদা।—তা আবার হবে না? বল কি?

উত্তর।—তোমার যখন বিয়ে হয়নি, তখন বিয়ের কথা শুনে তোমার কত আহ্লাদ হত সেইটী আগে বল দেখি।

সৌদা।—আমিত তখন তোমার বনের মত অমন নবযৌবনা হইনি যে, বিয়ের জন্তে পাগল হব।

উত্তর।—তা বটে, তুমি তখন কমল-কলিকা ছিলে।

সৌদা।—আর তুমি তখন ছিলে নবীন ভ্রমর।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—রাণীর কক্ষ।)

(সুদেষ্ণা আসীনা।)

সুদেষ্ণা।—(স্বগত) উত্তরা আমার দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেড়ে উঠ্‌ল। মেয়ে মানুষের বাড়, যেন কলাগাছের বাড়। আর ত রাখা যায় না। কবে যে, ভগবান সদয় হবেন, কবে যে মা উত্তরার বিয়ে দিয়ে, ভাবনা-সাগর হতে পার হব, তাত বুঝতে পাচ্চি না।

(উত্তরের প্রবেশ।)

উত্তর।—মা! আপনাকে একটী শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

সুদেষ্ণা।—কি বাবা!—কি শুভ সংবাদ?

উত্তর।—মা! কাল উত্তরার শুভ বিবাহ হবে।

সুদেষ্ণা।—কি বল্‌লে?—উত্তরার কাল বিয়ে হবে? বাবা! এ সংবাদ কি সত্যি?

উত্তর।—এতদিন কোথাও মনের মত পাত্র পাননি বলেই ত পিতা, উত্তরার বিবাহ দিতে পারেন নি।

সুদে।—এ পাত্রটী কে?—আর কালই বিয়ে হবে বলছ— এত তাড়াতাড়িই বা কেন? পাত্রটী কেমন?

উত্তর।—পাত্রটী উত্তম। যে পাঁচজন এই এক বৎসর আমা-দের এখানে কাটালেন, তাঁরা মা সামান্য লোক নন—তাঁরা

ভারতবিদিত পঞ্চপাণ্ডব। যে বৃহন্নলা কুরুযুদ্ধে আমার প্রাণ-রক্ষা করেছেন, তিনিই মহাবীর অর্জ্জুন। তাঁরই ঔরসজাত সুভদ্রার একটী পুত্র আছে, তাঁর নাম অভিমন্যু। সেই অভি-মন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহ হবে।

সুদে।—কি বল্‌লে?—যাঁরা ছদ্মবেশে ছিলেন, তাঁরা পঞ্চ-পাণ্ডব? এতদিন পরে তোমরা কেমন করে তাঁদের এ পরিচয় পেলে?

উত্তর।—মা! আজ প্রাতঃকালে সমস্ত প্রকাশ হয়ে গিয়েছে।

সুদে।—তাঁরা মহাবীর না হলে কি আর শত ব্যক্তির প্রাণ-নাশ করা সহজ মানুষের কাজ?

উত্তর।—মা! আর এ সময় সে সব কথা তুলবেন না।

সুদে।—না বাবা! সে সব কথা তুলব না; কিন্তু সে আগুন আমার মনে অহোরাত্রই জ্বলছে। এ জীবনান্ত না হলে আর সে অনল নিবে না।

উত্তর।—মা! আপনি সে অতীত ঘটনা ভুলে যান। এখন এ বিবাহে আপনার সম্পূর্ণ মত আছে কি না—ঐ যে পিতা আস্‌ছেন।

(বিরাটের প্রবেশ।)

বিরাট।—বৎস উত্তর! সময় অতি অল্প, আজকের মধ্যেই সব আয়োজন করতে হবে, তুমি সেই আয়োজনের ভার নাও, আর বিলম্ব কোর না।

উত্তর।—যে আজ্ঞা।

(উত্তরের প্রস্থান।)

সুদে।—নাথ! তবে এতদিন পরে সত্যি সত্যিই উত্তরার বিয়ে হবে নাকি?

বিরাট।—আমি কি নিশ্চিন্ত ছিলেম? উপযুক্ত পাত্র না পেলে, যার তার হাতে সোণার প্রতিমাকে অর্পণ কর্‌তে পারি কি?

সুদে।—বলি এ পাত্রটী সুন্দর ত? আমার উত্তরা যেমন কনকচাঁপার মত, বরটী তেমনি সুশ্রী ত?

বিরাট।—তা নাইবা হল? সে বিষয়ে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণের আগে এত খোঁজ কেন বল দেখি?

সুদে।—না, বলি, যেমন বৌটী খুঁজে খুঁজে সুন্দরী দেখে এনেছ, মনের মতনটী হয়েছে, জামাইটী তেমনি হলে ভাল হয় না? ছেলেটী ও মেয়েটীত আমাদের কাল নয়। বৌটী আর জামাইটী তেমনি সুন্দর হলে সোণায় সোহাগা হয়।

বিরাট।—প্রিয়ে! পাত্রটী পরম সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয়। রাণি! তুমি উত্তরাকে গর্ভে ধারণ করে, আমার বংশ পবিত্র কর্‌লে। এই বিবাহে মহাবীর পঞ্চপাণ্ডব আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধসুবাদ স্থাপন আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নয়। যে পঞ্চপাণ্ডব, ভারতের সকল রাজার মাননীয়, তাঁরা যে গুপ্তবেশে এক বৎসর্ এই প্রাসাদে বাস করলেন, এও আমাদের পক্ষে কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাঁরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যেই এই শুভপ্রস্তাব উপস্থিত করেছেন।

সুদে।—উত্তর আমাকে বল্‌ছিল, যিনি বৃহন্নলা, তিনিই অর্জ্জুন; তিনিই কুরুযুদ্ধে উত্তরের প্রাণরক্ষা করে, আমাদের জন্মের মত কিনে রেখেছেন। ভাল, নাথ! ওঁরা যে পঞ্চপাণ্ডব, তা কেমন করে জান্‌তে পারলে?

বিরাট।—কুমার উত্তর তাঁদের পরিচয় পায়। কাল তাঁদের একবর্ষ অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। উত্তর তাঁদের পরিচয় পেয়ে আমার সিংহাসনে তাঁদের ও লক্ষ্মীরূপিণী দ্রৌপদীকে বসিয়ে, আপনি করযোড়ে পাশে দণ্ডায়মান ছিল। প্রথমে এই দৃশ্য হঠাৎ দেখেই রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠে, আমি কত ভৎ-সনা করি। তার পর তাঁদের পরিচয় পেয়ে, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। আহা! আজ আমার সিংহাসন পবিত্র—জীবন সার্থক হল।

সুদে।—বাস্তবিক, আজ আমাদের সুপ্রভাত! আহা! উহাঁদের কত কষ্ট, কত দুঃখই গিয়েছে।

বিরাট।—ওঁরা যখন রাজা হয়ে, বার বৎসর কাল বনে বনে বেড়িয়েছেন, তখন আর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বেশি কষ্ট কিছু হয়নি। তবে আমরা যে ওঁদের চিন্‌তে পারিনি, এতে আমা-দের মহাপাপ হয়েছে। এখন উত্তরার এই বিবাহ সূত্রে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের চরণ দর্শন করে, সেই পাপ খণ্ডন করব।

সুদে।—তিনি কি এ বিবাহে আস্‌বেন ?

বিরাট।—অবশ্যই আস্‌বেন। অর্জ্জুন তাঁর প্রিয়সখা, তাতে অভিমন্যু তাঁর ভাগিনেয়। এতে আর তিনি আস্‌বেন না ?

সুদে।—এখন ভালয় ভালয় চার হাত এক হলেই বাঁচি।

বিরাট।—তুমি তবে অন্তঃপুরে যা যা আয়োজন করতে হয় কর, আমি অন্যান্য আয়োজনের কি হল দেখি গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—উত্তরার কক্ষ।)

(উত্তরা আসীনা।)

উত্তরা।—(স্বগত) একি! হঠাৎ সকলে এমন আনন্দধ্বনি কর্‌ছে কেন?—কারণ কি? ঐযে, বৌ হাসতে হাসতে এদিকে আসছে।

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদামিনী।—ঠাকুরঝি! তখন আমার কথায় কেঁদেও ছিলে, হেসেও ছিলে, বলি, এখন কার হাসবার কথা? (হাস্য)

উত্তরা।—আমরি! রঙ্গ দেখ!

(ঝিঁঝিট—একতালা।)

সৌদা।—আজি কি সুখের দিন প্রাণ সজনি!
পোহাইল তোমার দুঃখের রজনী।

উত্তরা।—ও বৌ! বলি কখন পোহাল?

সৌদা।—মিলাল বিধি, নাগর নিধি,

উত্তরা।—আমরে যাই! মনে মনে মিলন নাকি?

সৌদা।—মনের হরিষে দিব কালি উলুধ্বনি।

উত্তরা।—কাল?—আজ নয়? আমি মনে কর্‌ছিলাম, বুঝি তুমি এখনি উলুধ্বনি দেবে। বলি ব্যাপারখানা কি? এত হাসি—এত গান—কাণ্ডখানা কি?

সৌদা।—কাণ্ডটা প্রকাণ্ড—তোমার বিয়ে। তোমার দাদা বলে গেলেন, নবরসে ঢলঢল কমলিনীর সঙ্গে দিনমণির মিলন যেমন, তেমনি কাল কুমার অভিমন্যুর সঙ্গে তোমাকে প্রাণে প্রাণে—মনে মনে—হৃদয়ে হৃদয়ে মিশতে হবে।

উত্তরা।—কেন ভাই! এত তামাসা কেন? অভিমন্যু আবার কে?

সৌদা।—তবে কি তোমার মনে বিশ্বাস হল না? তা না হবারই কথা। এতকাল যখন হয় নি, তখন তুমি ভেবেছিলে, কোথাও থেকে যখন আর বর পাওয়া গেল না, তখন শেষটা তোমার দাদার সঙ্গেই বা তোমার বিয়ে হয়।

উত্তরা। বৌ! তোমাদের দেশে বুঝি তাই হয়।

সৌদা।—আমাদের দেশে যদি তা হত, তা হলে আর এখানে আসতেম কি? যাহক ঠাকুরঝি! এখন আর ভাবনার কোন কারণ নাই।

উত্তরা।—ওকি ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলেম, ব্যক্তিটা কে, তুমি বললে ভাবনা নেই।

সৌদা।—তুমি যে ভাই! এরি মধ্যে নাম পরিত্যাগ করে, "ব্যক্তিটা কে?" বল্‌ছ? ব্যক্তিটা কে বলছি শুন। তোমার দাদা সেদিন যে কুরুযুদ্ধে গমন করেছিলেন, সেই যুদ্ধে বৃহন্নলাও ছিলেন। সেই বৃহন্নলার বীরত্বেই তোমার দাদার প্রাণরক্ষা হয়, তা শুনেছ ত? তিনি কে জান? তিনি মহাবীর অর্জ্জুন।

উত্তরা।—সে কি? তিনিই অর্জ্জুন।

সৌদা।—হাঁ, তিনি ছদ্মবেশে এক বৎসর এখানে কাটালেন। অভিমন্যু তাঁরই পুত্র। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা তাঁর মাতা। কেমন বরটী মনের মত হয়েছেত?

(সুদেষ্ণার প্রবেশ।)

সুদেষ্ণা।—ওমা বৌমা! কোথা গেলে?—এই যে এখানে দুটীতে বসে। উত্তরার যে বিয়ে হবে? উঠ, সব আয়োজন কর।

সৌদা।—হাঁ মা, আমি শুনেছি, তবে আপনার মুখে না শুনলে বিশ্বাস হয় না।

সুদে।—বিয়ের ফুল যে কখন ফুটে কেউত তা বলতে পারে না। উত্তরার বিয়ের জন্যে ভেবেই আকুল হয়েছিলেম। ভগবান তেমনি বর মিলিয়ে দিলেন। এখন ভালয় ভালয় চারহাত এক হইলেই বাঁচি।

সৌদা।—তা মা! ঠাকুরঝি যেমন, শুনলেম বরটীও তেমনি হয়েছে। এখন চলুন যাই, বিয়ের সব আয়োজন করিগে। সখীরা গেল কোথা?

সুদে।—তাইত! এমন সময় তারা কোথায় গেল?

সৌদা।—বোধ হয় সখীরা শুভসংবাদ শুনতে পেয়ে, ফুল তুলে মালা গাঁথতে গেছে।

সুদে।—সে সব যখন হয় হবেই, এখন এদিককার সব আয়োজন আগে করতে হবেত ?

সৌদা।—আমি যাচ্চি, আপনি চলুন।

সুদে।—দেরি কোরনা মা! শিগ্‌গির এস।

(সুদেষ্ণার প্রস্থান।)

সৌদা।—ঠাকুরঝি! এতদিন আধখানা ছিলে, কাল থেকেত অভিমন্যুর সঙ্গে প্রাণে প্রাণে মিশে এক হবে, দেখো ভাই! যেন আমাদের ভুলে যেওনা।

উত্তরা।—এর মধ্যেই এই রঙ্গ আরম্ভ করলে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজসভা।)

(রাজা বিরাট এবং মন্ত্রী আসীন।)

বিরাট।—মন্ত্রি! আজ আমার প্রাণসমা কন্যা উত্তরার শুভ পরিণয়—আজ আমার কি সুখের দিন! এমন উপযুক্ত পাত্র যে আমার উত্তরার ভাগ্যে মিলবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার উত্তরা যেমন স্বর্ণপ্রতিমা, তেমনি মনোমত জামাতাও প্রাপ্ত হলেম। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মাতুল, তিনি জামাতা হলেন, একি কম সৌভাগ্যের বিষয়? এখন যাতে আজকের এই শুভ কর্ম্মটী অবাধে সম্পন্ন হয়, তার চেষ্টা কর। উত্তরা আমার প্রাণাধিকা কন্যা—এতদিনে আমি তাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করব, এতে আমার মনে যে কি আনন্দের উদয় হচ্চে, তাহা মুখে বলবার নয়।

মন্ত্রী।—মহারাজ! বাস্তবিক আজ মহানন্দের দিন। এমন উপযুক্ত পাত্র কি আর ভূমণ্ডলের কোথাও আছে? আপনি পূর্ব্ব জন্মের বহু পুণ্যফলে এবং দয়া-দাক্ষিণ্য গুণে এমন সৎপাত্র লাভ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যাঁর মাতুল, তিনি কি সামান্য ব্যক্তি?

বিরাট।—আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কত পুণ্য সঞ্চয় করেছিলেন, তাই আমার রাজ্যে স্বয়ং ভগবান পদার্পণ করবেন। এ পাপ-চক্ষে ভগবানের পাদপদ্ম দর্শন করব, এ আমার জন্মজন্মান্তরের বহুপুণ্যের ফল।

মন্ত্রী।—আপনার আশ্রয়ে আপনার রাজ্যে বাস করে, আমরাও পবিত্র হব। আমাদের মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে ভগবানকে দর্শন করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

বিরাট।—যতক্ষণ না দ্বারকা থেকে দূত ফিরে এসেছিল, ততক্ষণ কত আশঙ্কাই যে হয়েছিল, তা বলবার নয়।

মন্ত্রী।—তাত হতেই পারে মহারাজ! বিবাহের সকলই প্রস্তুত, এখন কেবল তাঁরা এসে পৌঁছিলেই হয়।

বিরাট।—যখন শ্রীমুখে আজ্ঞা করে পাঠিয়েছেন, তখন আর কোন ভয়ই নেই।

মন্ত্রী।—তবে কিনা বিবাহের লগ্নটী ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হয়ে আসচে, এসময় এলে, প্রথম লগ্নেই শুভ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

বিরাট।—পত্রে নিবেদন করা হয়েছিল ত যে, প্রথম লগ্নেই শুভকার্য্য সমাধা করবার মানস আছে?

মন্ত্রী।—আপনার আজ্ঞামত আমি এবং কুমার উত্তর, উভয়েই পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেম।

বিরাট।—তবে তাঁরা বোধ হয় এখনই এসে অধিষ্ঠান হবেন। তুমি অপেক্ষা কর, আমি অন্যান্য আয়োজনের কি হল দেখি গিয়ে।

(বিরাটের প্রস্থান।)

মন্ত্রী।—(স্বগত) মহারাজের হৃদয় আজ আনন্দে উদ্বেলিত, তাই যতক্ষণ না শুভকর্ম্ম সমাধা হচ্চে, ততক্ষণ স্থির থাকতে পারছেন না। কিন্তু এদিকে সময়ও হয়ে এল। অন্তঃপুরে সমস্ত আয়োজন ঠিক আছে কিনা, একবার সন্ধান নিলে ভাল হয়। ঐ যে কে—পরিচারিকা এদিকে আসচে না ?

(পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্রথমা পরিচারিকা।—মন্ত্রিমশায় ! এখনো কি বর এসেন নি ? মহারাণী আর সকলেই যে ব্যস্ত হয়েছেন। সব ঠিক ঠাক করে, যে যে জিনিসের দরকার সব তৈরি করে, বসে আছেন। কেবল বর এলেই হয়।

মন্ত্রী।—আমিও তাই ভাবছিলেম যে, অন্তঃপুরে সংবাদটা দেওয়া যাক যে, বিবাহের যেন সমস্ত আয়োজন ঠিক থাকে। তোমরা এলে, ভালই হল। তাঁরা এখনই এসে পৌঁছবেন, কোন ভাবনা নেই।

প্র—প।—আপনি ত বল্লেন মশাই যে, ভাবনা নেই, তাঁরা তা শোনেন কৈ ? কেবল আমাদের আনাগোনা করতে করতেই পা গেল।

মন্ত্রী।—কতবার তোমরা আনাগোনা করেছ ? কাল সবে কথা উপস্থিত হল, আর আজ বিবাহ, এতে তোমাদের বেশি খাটতে হল না ত। তা নইলে রাজকন্যার বিবাহ কি মুখের কথা ? কত আনাগোনা করতে হত, তা জানত ?

দ্বিতীয়া—প।—না, তা নাকি খাটিনে, এই দুদিনেই দুবছরের খাটুনি খাটলেম।

মন্ত্রী।—বেশত তোমরা একটু দাঁড়াওনা, এখনি এখানেই চাঁদমুখ দর্শন করবে।

প্র—প।—কি মুখ দর্‌শন্ করব? কার চাঁদ মুখ? আপনি কেমন কথা কন গা? আমরা দাসী বলে বুঝি যা ইচ্ছে বল্লেন।

মন্ত্রী।—হাঃ—একেই বলে মূর্খ আর কি। বুঝতে পারলে না? শোন বলি। এখনি বর আসবে—দেখে, অন্তঃপুরে গিয়ে বরের গল্প করবে, তাই বলছি।

দ্বি—প।—আপনার মত আমরা কেবল বসেই থাকি কিনা, তাই গল্প করব। আপনি কিনা সারাদিন বসেই বসেই গল্প করেন, তাই সবাইকেই গল্প করতেই দেখেন। আমাদের নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই—সারাদিন কেবল খেটে খেটেই মরি।

মন্ত্রী।—রাগ কর কেন? আগে গিয়ে সংবাদ দেবে যে, বর এসেছেন, তাহলে মহারাণী কত তুষ্ট হবেন জাননা? একটু দাঁড়াও।

দ্বি—প।—না আমরা দাঁড়াব না, বলিগে যে, বর এখনও আসেন নি।

প্র—প।—ও ভাই! শিগ্‌গির করে, পাটা চালিয়ে চল্, নৈলে এখনি সব বরযাত্তিররা এসে পড়বে।

দ্বি—প।—আমাদের আর কে চিনে রেখেছে? এলেই বা।

প্র—প।—না, চিনবে নাত অমনি, বরযাত্তিররা না চিনুক, বর ত আগে চিনবে।

দ্বি—প।—সে আমাকে নয়, তোমাকে চিন্‌বে বটে, তুমি হচ্চ, আমাদের প্রধান, তুমি যত বেরুবে, আমি কি ভাই! তত বেরুব?

মন্ত্রী।—কেন? সবাইত বেরুবে—সবাই সম্মুখে যাবে।

দ্বি—প্র।—আপনার মতন আমরা নই, আমরা কেবল খেটেই মরচি।

(পরিচারিকাদ্বয়ের প্রস্থান।)

মন্ত্রী।—(স্বগত) এত বিলম্ব হচ্চে কেন? কিছুই বুঝতে পাচ্চি না, দেখি বরযাত্রিগণ কতদূর এলেন।

(মন্ত্রির প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—সৌদামিনী আসীনা।)

(পরিচারিকাদ্বয়ের প্রবেশ।)

প্র—প।—ওগো! এখনও যে বর আসেন নি। কোথা বা বর আর কোথা বা বরের বাপ, কারুরই দেখা নেই!

সৌদা।—আমরণ! বরের বাপ যে এই রাজবাটীতেই আছেন, তা বুঝি জানিস নি?

প্র—প।—ওমা! সেকি গো? বরের বাপ এবাড়ীতে আছেন? সে কি কথা গো? ওমা! তবে কার সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হবে? কোন রাজা-রাজড়ার সঙ্গে বুঝি নয়? একি কথা গো?

সৌদা।—বৃহন্নলার পুত্রের সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়ে হবে।

দ্বি—প।—ওমা!—সে কি কথা? তাই বুঝি কালই বের কথা হয়ে, আজই বে হয়ে যাচ্চে?

সৌদা।—কেন? সে কি কথা কেন? সে কি ভাল নয়?

প্র—প।—না, ভাল নয় বল্‌ছিনে, আমরা জানিনে, তাই বলছি।

সৌদা।—তোমরা এতবার বাইরে যাচ্চ, আর একথা শোন নি?

দ্বি—প।—তাঁর বুঝি বেটা আছে?—কোথা আছে গা?

সৌদা।—তিনি কম লোক নন, তিনি একজন রাজা। তাঁর ছেলে তাঁর মামার কাছে আছেন।

প্র—প।—তিনি যদি রাজাই হবেন, তবে এখানে অমন করে আছেন কেন?

সৌদা।—তাঁর জ্ঞাতির সঙ্গে ঝগড়া হয়, তাই তারা ছলে বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার ইনি দেশে গিয়ে যুদ্ধ করে, আবার রাজ্য নেবেন।

প্র—প।—ওমা! এত—তা জান্‌তেম না। বলি, রাজকুমারী গেলেন কোথা? এখন থেকেই তোমার কাছছাড়া হয়েছেন না কি?

সৌদা।—চল দেখি ঠাকুরঝি কোথায় গেলেন।

(সকলের প্রস্থান এবং অন্যদিক দিয়া
সখিগণের সহিত উত্তরার প্রবেশ।)

উত্তরা।—তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাদের যে দেখতেই পাই নাই।

প্রথমা সখী।—ফুল তুলতে গিছলেম ভাই।

উত্তরা।—কেন? ফুল কেন?—এত ফুল কেন তুললে?

প্র—স।—জান না, প্রিয়সখী সৌদামিনী বললেন যে, আমরা দুজনে গিয়ে বেশি করে ফুল তুলে মালা গাঁথব। আজ যে তোমার বিয়ে হবে, সেটা কি মনেও নেই?

উত্তরা।—শুনেছিনু বটে, কিন্তু আমার তা মনে নেই।

দ্বি—সখী।—ওমা! লোকে কথায় বলে, 'যার বিয়ে তার মনে নেই, পাড়া পড়সির ঘুম নেই'—তুমি যে দেখছি, তাই করলে।

উত্তরা।—না সখি! তামাসা নয়, আমার মনটায় তত সুখ নেই।

দ্বি-সখী।—কেন সখি! আজকের আনন্দের দিনে মনে সুখ নেই কেন?—সে কি কথা?

প্র—স।—তবে কি তোমার মনের মত বর হল না না কি?

উত্তরা।—না সখি!—তোমরা ওসব বলচ কেন?—আমার মার মনেও এখন সুখ নেই। তিনি তাঁর ভাইয়ের শোকে কাঁদচেন, কাজেই আমারও মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠছে। এখন কিছুদিন একাজ না হলেই হত ভাল।

প্র—স।—তাবলে কি এমন পাত্র ছেড়ে দিয়ে, কার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে খুঁজে বেড়াবেন? এতদিন ধরে খুঁজেও মনের মত বর পেলেন না।

দ্বি—স।—তা বটে। কিন্তু ভাই! বরপক্ষেরও নাকি শুনছি যে, সুমুখেই ভয়ানক ব্যাপার—যুদ্ধ রয়েছে। এমন সময় বিয়ে না হলেই হত ভাল।

উত্তরা।—এ কথাটী ভাই! তুমি অন্যায় বললে। হলেই বা ভয়ানক যুদ্ধ, তাতে ভয়ই বা কি আর ভাবনাই বা কি? যার কপালে যা আছে, তা হবেই। সে জন্যেত আমি কিছু বল্‌ছি না। উনিই আমার পতি। একজনকে মনে করে কি আর অন্য পুরুষকে বিয়ে করতে আছে? আমি যখনি ওঁর নাম শুনেছি, তখনি মনে মনে বরণ করে মন সঁপেছি। তার জন্যে ত কিছু বলছি না, তবে মা, আমার স্বর্গীয় মাতুল কিচকের জন্যে নাকি কাতর অবস্থায় আছেন—তাঁর ভ্রাতৃশোক আবার মনোমধ্যে উদিত হয়েছে, তাই বলছি।

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদা।—তোমার নাকি বিয়ে করতে মন নেই?

উত্তরা।—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি ত তা বলিনে। আমি বলছিলেম যে, একজনকে মনে মনে পতিপদে বরণ করলে তিনিই পতি হন।

সৌদা।—আমিও ত সেই কথাই বলছি যে, তোমার মনোমত পতিকে বরণ করতে হবে, এখন ওঠ।

উত্তরা।—না ভাই! মা এখন বড় কাতর হয়েছেন—আমারও মনে কিছুমাত্র সুখ নেই।

সৌদা।—কেন, তিনি কাতর হবেন কেন? একবার কবে কেঁদেছিলেন বৈত নয়। তোমার এই বিয়ের সব কাজই তিনি করছেন। তোমার যেমন এক কাণ্ড। সবই প্রস্তুত, কেবল তুমি সেজেগুজে বসলেই হয়, সেই জন্যেই এখানে এলেম। লগ্নেরও আর বিলম্ব নেই। এখনি তোমাকে বিবাহ-সভায় যেতে হবে, তা জান?

প্র—স।—তবে সখীকে এই ফুলের মালা পরিয়ে দাও।

সৌদা।—তাত দেবই, আগে সব গহনা পরাই।

দ্বি—স।—কেন ভাই! গহনায় দরকার কি? সোণার প্রতিমাকে পিতলের গহনা পরালে যেমন হয়, সখীকে সোণার গহনা বা হীরার গহনা পরালেও সেই রকম হবে বৈত নয়?

প্র—স।—বাস্তবিক, গহনাগুলা পরালে অমন ভুবনভুলান রূপরাশিকে কেবল ঢেকে রাখবে বৈত নয়।

সৌদা।—সেই ভাল কথা। এখন চল সাজাইগে।

(সকলের প্রস্থান।)
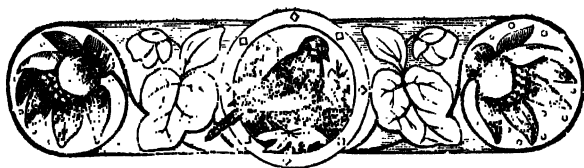
তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজপ্রাসাদের একটী কক্ষ।)

(যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, এবং সহদেব আসীন।)

যুধিষ্ঠির।—ভাই অর্জ্জুন! শ্রীকৃষ্ণ এবং যাদবগণের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন? পথে কোন অমঙ্গল ঘটেনি ত?

অর্জ্জুন।—যিনি সকল মঙ্গলের মূল, সেই শ্রীকৃষ্ণ যখন সঙ্গে আছেন, তখন অমঙ্গল সম্ভবে না।

ভীম।—এদিকে যে লগ্নের সময় নিকটবর্ত্তী দেখে বিরাট-রাজ বড়ই উতলা হয়েছেন।

যুধি।—সেই জন্যেই আমরা এখনও বিবাহসভায় যেতে পার্‌ছি না।

অর্জ্জুন।—আপনি উতলা হবেন না। ঐ দেখুন প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ আসচেন।

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং সকলের পরস্পর আলিঙ্গন।)

শ্রীকৃষ্ণ।—ধর্ম্মরাজ! আপনাদের সকলকে বহুদিন না দেখে, হৃদয় বড়ই ব্যথিত ছিল। কোন কষ্ট হয়নি ত?

অর্জ্জুন।—এতদিন কোন কষ্টকেই আমরা কষ্ট বোধ করি নাই, কেবল আপনার অদর্শনেই মহাকষ্টে ছিলেম—চক্ষু থাকতেও অন্ধ ছিলেম। এই সুদীর্ঘকাল বনবাস আর অজ্ঞাতবাসে কোন বস্তুই দেখতে ইচ্ছা হত না।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখা!—সেটা উভয়তঃ। যাহক, আপনারা যে, পণ রক্ষার জন্য এই দীর্ঘকাল এত কষ্টে অতিবাহিত করে এখন পণ হতে মুক্ত হলেন, ইহাই এখন আনন্দের বিষয়। আমি ভিন্ন আর এ আনন্দের ভাগী কে আছে?

যুধি।—আপনার দয়াতেই জীব মহাদুঃখ ভোগের পর আবার সুগ্রহের অধীন হয়। আজ আপনার আসবার বিলম্ব দেখে, আমরা পঞ্চসহোদর এতক্ষণ অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেম। ভাবছিলেম, আশ্রয়দাতা বিরাটরাজের নিকট বা অপদস্থ হতে হয়। এখন আপনি শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করুন। এ কাজ আপনারই।

অর্জ্জুন।—হলধরাদি সকলে আগমন করেছেন ত?

শ্রীকৃষ্ণ।—অভিমন্যুর বিবাহে কে না আসবে বল? সুভদ্রা কত অভিমানিনী—তাঁর পুত্রের বিবাহ।

অর্জ্জুন।—তবে কি আপনার ভগিনীর পুত্র বলেই আজ এসেছেন, নতুবা আসতেন না? এই কি আপনার ভালবাসা?

শ্রীকৃষ্ণ।—সখে! আমি স্বয়ং এসেছি, তোমার পুত্রের বিবাহ বলে, আর দ্বারকাবাসী অপর সকলে এসেছেন সুভদ্রার পুত্রের বিবাহ বলে। আর যদিই বা আমি সুভদ্রার পুত্রের বিবাহ বলে এসে থাকি, এতে তোমার মনে দুঃখ হল নাকি?

অর্জ্জুন।—তা হবে না? আপনি আগেই বল্লেন যে, সুভদ্রা কত অভিমানিনী; তাই বলছি আমি কি আপনার কেউ নই?

শ্রীকৃষ্ণ।—তবে কি সত্য সত্যই মনে কষ্ট পেলে? তবে ওকথাটা বলে ভাল করিনি। তুমি মনে কষ্ট পেলে আমি কত কষ্ট পাই। তোমাকে কি কখনো আমি অনাদর করতে পারি।

অর্জ্জুন।—সখে! যাকে তুমি দয়া কর, তাকেই তুমি ঐ কথা বল।

যুধি।—এখন লগ্নের সময় নিকটবর্ত্তী। অভিমন্যুকে নিয়ে সকলে বিবাহ-সভায় যাই চলুন।

শ্রীকৃষ্ণ।—চলুন। আপনারা এই শুভ বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে অতি উত্তম কাজ করেছেন। বিরাটরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহা উপযুক্ত উপায়।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিবাহসভা।)

(রাজা বিরাট, মন্ত্রী, পারিষদগণ উপস্থিত—অভিমন্যুকে
লইয়া শ্রীকৃষ্ণ, পঞ্চপাণ্ডব এবং
যাদবগণের প্রবেশ।)

বিরাট।—এ দীনের ভবনে স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ উপস্থিত। আজ আমার জন্ম সার্থক হল—আমার বংশ পবিত্র হল—রাজধানী উজ্জ্বল হল। উত্তরার কল্যাণেই আজ ভগবানের চরণ দর্শন করতে সমর্থ হলেম এবং উত্তরার কল্যাণেই আমার পার-লৌকিক মঙ্গলও সঞ্চিত হল। ভগবন! করুণা করুন।

শ্রীকৃষ্ণ।—রাজন! আপনিত সামান্য ব্যক্তি নন। দয়া-দাক্ষিণ্য-ঔদার্য্যগুণে আপনি ভুবনবিখ্যাত। আপনি এত অনু-নয় বিনয় কেন করছেন? আপনি পঞ্চপাণ্ডবকে গত এক বর্ষ কাল আশ্রয় দান করে যে উপকার করেছেন, তা কখনও ভুল-বার নয়। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ জন্যই এই শুভ বিবাহসম্বন্ধ উপস্থিত।

বিরাট।—এ অধীনের প্রতি এরূপ বাক্যপ্রয়োগ করায় বড়ই লজ্জিত হচ্চি।

শ্রীকৃষ্ণ।—না মহারাজ! আপনিত অবগত আছেন, অজ্ঞাত বাস করা কত দুরূহ ব্যাপার। যদি একদিনের জন্য কেহ এই

পঞ্চপাণ্ডবকে আপনার আলয়ে চিনতে বা জানতে পারত, তা হলে এঁদের পুনরায় বনবাসরূপ মহাকষ্ট ভোগ করতে হত। আপনি যেরূপ সদ্ব্যবহার করেছেন, তা ভুলবার নয়।

বিরাট। ভগবন! আমি আপনার আশ্রিত। আপনি আমার প্রতি ওরূপ বাক্য প্রয়োগ করলে, আমার অপরাধ হয়। আমার এমন কি সাধ্য যে, আমি মহামান্য পঞ্চপাণ্ডবকে আশ্রয় দান করতে পারি? আপনিই সকলের আশ্রয়দাতা। আপনার শরীরে এমন কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড বিরাজিত। প্রভো! আপনাকে চিনে কে? আপনি দয়া না করলে, যোগে, ধ্যানে, জ্ঞানে কিছুতেই এই বিশ্বরূপ হৃদয়ে ধারণা করতে পারা যায় না। ভগবন! এই অকৃতী অধমের প্রতি করুণা করুন, যেন চিরদিন আপনার রাঙ্গাচরণ দুখানি হৃদপদ্মে স্থাপন করে আপনার বিশ্বরূপ ধ্যান করতে পারি।

(বাহার বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।)

দয়া কর দীননাথ! দীনহীনজনে।
অকৃতী অধম অতি, আমি এ ভুবনে।
মনেতে বাসনা করি, হৃদিপদ্মাসনোপরি,
তোমার চরণ হরি, রাখিয়ে যতনে—
ধ্যান করি অনুক্ষণ, এই মম আকিঞ্চন,
কর কামনা পূরণ, হরিহে ধরি চরণে।

প্রভো! আপনি পাণ্ডবগণের সখা—আবার বলি, আপনার পদার্পণে আজ মৎস্যদেশ পবিত্র হল।

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, সকলেই জানেন যে, আমি পাণ্ডবসখা। যেখানে পাণ্ডবগণ আশ্রয় নিয়েছেন, সেখানে আমার আগমন

আমার পক্ষ আনন্দজনক। রাজন্! অভিমন্যুর করে আপনি কন্যা সম্প্রদান করে, মনের সুখে রাজ্য শাসন করতে থাকুন, ইহাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা। (যুধিষ্ঠিরের প্রতি) ধর্ম্মরাজ! লগ্নসময় উপস্থিত, এখন শুভ পরিণয় কার্য্য আরম্ভ হক না কেন?

যুধি। এক্ষেত্রে আপনিই কর্ম্মকর্ত্তা। আমাদের পরিচয় পেয়ে কুমার উত্তরের একান্ত বাসনা হয় যে, কুমার অভিমন্যুর সহিত উত্তরার শুভ বিবাহ হয়। মহারাজও সবিশেষ অভিলাষ প্রকাশ করেন। আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশজন্যই এই শুভ পরিণয় উপস্থিত। কিন্তু আপনার অমতে আমরা কোন কাজই করতে ইচ্ছা করি না বলেই সর্ব্বাগ্রে আপনার নিকট দূত পাঠিয়েছিলেম। এখন আপনি স্বয়ং যখন উপস্থিত, তখন আপনিই এই শুভ পরিণয়ে সম্মতি দান করুন।

শ্রীকৃষ্ণ।—শুভকার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন কি? (বিরাটের প্রতি) রাজন্! চলুন, সম্প্রদান স্থানে গমন করি।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর।)

(অন্তঃপুরবাসিনীগণের সহিত সুদেষ্ণার প্রবেশ।)

সুদেষ্ণা।—এমন সময় উত্তরা আর বৌমা গেলেন কোথায় ?

প্রথমা পরিচারিকা।—কে জানে? "এখনি আস্‌চি" বলে তাঁরা কোথায় গেলেন।

সুদেষ্ণা।—তাঁদের ডাক না—বরণের সময় যে উপস্থিত।

দ্বি—পরি।—তাইত এমন সময়ও কোথাও যায়—না, ঐ যে তাঁরা আসচেন। শিগ্‌গির এসগো।

(উত্তরা, সৌদামিনী ও সখীগণের প্রবেশ।)

সৌদা।—বরণের সব জিনিস এখানে আনা হয়েছে ত ?

সুদেষ্ণা।—তোমরা দেখনা মা!—আমার কি আজ মাথা ঠিক আছে ?

সৌদা।—সবই আনা হয়েছে, ঐ যে বরও আসচেন।

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

(বরকন্যাকে বরণ)

(সখীগণের গীত।)

(সাহানা—কাশ্মিরী খেমটা।)

যুগল মিলন সবে হের নয়নে।
নন্দন কাননে যেন শোভে ফুলশর রতি সনে।

মরি কিবা রূপরাশি!
যেন শত শশী আসি,
সুধামাখা মধুর হাসি—
উথলিছে বিধুবদনে।
ললিত মাধবীলতা উত্তরা সুন্দরী,
অভিমন্যু তমালেতে বেড়িল আমরি!
মনে মনে প্রাণে প্রাণে,
মিশিল হৃদয়দানে,
সাধের সে প্রেমবনে,
পশিলরে আজি দুজনে।

(অভিমন্যু, উত্তরা, সৌদামিনী ও সখীগণের প্রস্থান।)

সুদেষ্ণা।—আজ আমার জন্ম সার্থক হল। আমার কত দুঃখের পুত্র উত্তর আর কন্যা উত্তরা। উত্তরের বিয়ের পরই মনে করেছিলেম, উত্তরার বিয়ে দিয়ে, জামাতার মুখ দর্শন করে সুখী হব। নানা কারণে এতদিন সে আশা পূর্ণ হয়নি। আজ আমার সেই সুখের দিন।

প্রথমা অন্তঃপুরবাসিনী।—কতক্ষণই বা দেখবেন? রাত্রি প্রভাত হলেই নাকি শুনচি যে, উত্তরাকে নিয়ে পাণ্ডবেরা চলে যাবেন। আমরা যে কি করে থাকব, তাই ভাবচি।

সুদেষ্ণা।—তা বই কি মা! মেয়েছেলে, পরের জন্যেই। আমাদের কেবল একবার নয়নের সুখ। উত্তরা আমার চির সধবা থেকে মনের সুখে সংসার করুক এই প্রার্থনা।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—উত্তরার কক্ষ)

(উত্তরা আসীনা।)

উত্তরা।—(স্বগত) প্রাণ আজ কাঁদচে কেন?—প্রাণের ভিতর আজ যেমন হচ্ছে, এজন্মে কখনও ত এমন হয়নি। আমার প্রাণ এতদিন যে শৃঙ্খলে বাঁধা ছিল, আজ যেন সে শৃঙ্খল কে সজোরে ছিঁড়ে দিয়ে, আর একটা শৃঙ্খলে বাঁধচে। আমার জীবননদ, আজ থেকে যেন এক পথ ছেড়ে, আর এক পথে যাবার জন্যে মহাবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠছে। আমার মনপাখীটী এতদিন যে বৃক্ষে—যে কুলায় ছিল—যত্নে, আদরে, স্নেহে যে কুলায় বাস করছিল, আজ যেন কে তাহাকে সেখান থেকে জোর করে উঠিয়ে আঁর একটী নূতন অপরিচিত কুলায় নিয়ে যাচ্ছে। তাতেই আজ আমার প্রাণ কেবল কেঁদে কেঁদে

উঠছে। এতদিন আমি যেন কচি লতার মত মাটীতে নবদূর্ব্বা-দলের উপর পড়েছিলেম, কিন্তু কে যেন আমাকে আজ তুলে তমালের ডালে বেঁধে দিলে। জানিনা, আমার অদৃষ্টে কি আছে—জানিনা, মঙ্গল কি অমঙ্গল আমার জীবনের চিরসহচর হবে। কিন্তু প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, আত্মীয়-স্বজন, যাঁদের এতদিন আমার বলে জানতেম, আজ হতে তাঁদের পর জ্ঞান—আর এতদিনে পরকে আপন জ্ঞান করে থাকতে হবে। আমি এ সকলকে ছেড়ে কি করে থাকব? আর মাই বা কি করে এ সময় আমাকে ছেড়ে জীবিতা থাকবেন? একে মার অস্থিচর্ম্মসার হয়েছে, তাতে আমাকে ছেড়ে থাকতে হবে, ভেবেই মা আজ এত কাঁদচেন। পিতা কতবারই ডাকলেন, দাদা ক্ষণে ক্ষণে "উত্তরে" বলে, কাতরস্বরে ডাকছেন, আমারও প্রাণ কেঁদে উঠছে।

(বিজলীর প্রবেশ।)

বিজলী।—সখি! একি! কাঁদচ কেন?—তোমার কি মনোমত পতি হয়নি বলে কাঁদচ?

(পিলু—একতালা।)

প্রিয় সখি! বসে কেন ম্লানবদনে?
এহেন সুখের দিনে কি দুঃখ উদিত মনে?
কেন উদাসিনী বেশে বসে আছ ধরাসনে?
পোহাইল দুঃখ রাতি, প্রাপ্ত হলে প্রাণপতি,
মলিন সে মুখজ্যোতিঃ, বল শুনি কি কারণে?
যেন প্রভাতের চাঁদ, মুখখানি কাঁদ কাঁদ,
হরিষে কেন বিষাদ, বললো শুনি শ্রবণে।

বল ভাই, বল, কেন এমন করে বসে আছ? আমার মাথা খাও, বল।

উত্তরা।—ওকি ভাই! আমায় দিব্যি দাও কেন? একে তোমাদের ছেড়ে যেতে হবে, তাতেই মরে যাচ্চি, আবার দিব্যি কেন?

বিজলী।—না, ভাই! তবু যতক্ষণ দেখতে পাই, সেওতো ভাল। কেঁদোনা।

উত্তরা।—সখি! তুমি কি বুঝতে পাচ্চ না যে, এই দেখাই হয়ত জন্মের মত শেষ দেখা হবে—মৎস্য দেশ হতে আমি জন্মের মত বিদায় হব। নতুবা আমার মন আজ এত চঞ্চল হবে কেন? ডান চক্ষু নাচ্চে যে ভাই!

বিজলী।—না ভাই ছি! আজকের দিনে অমন অমঙ্গলের কথা মুখেও আনতে নেই। ভগবান করুন, তুমি চিরকাল স্বামী-সোহাগিনী হয়ে থাক, আর শীঘ্রই পুত্রবতী হয়ে এই মৎস্য দেশে এসে আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর।

উত্তরা।—সখি! এতদিন তোমায় আমায় গঙ্গাযমুনার মত মিলেছিলেম, এখন যে, তোমায় ছেড়ে থাকতে হবে, তাই আমার বড় কষ্ট বোধ হচ্চে।

(বেহাগ—একতালা।)

ছাড়িতে হইবে সখি! ভেবে মন ম্রিয়মাণ।
ব্যাকুলিত চিত মম হর্ষ কিসে পাবে স্থান?
তোমারে ছাড়িতে হবে, যাতনা নাহিক সবে,
কেমনে আমার সখি! রহিবে এদেহে প্রাণ?
কতদিনে বল তব হেরিব চাঁদবয়ান?

বিজলী।—সখি! তুমিত স্বামীসহবাসে দুদিন পরে এতটা দুঃখ সব ভুলে যাবে, কিন্তু আমি যে কি করে তোমাকে ছেড়ে থাকব, তাই ভেবেই আজ আমার বুক ফেটে যাচ্চে। আমি যে তোমার মুখ দেখেই সকল দুঃখ ভুলে যেতেম। সখি! কি করে তোমায় ছেড়ে থাকব? (রোদন)

উত্তরা।—না সখি! আমি কখনও তোমার দুঃখের কথা ভুলব না। তুমি যখন প্রথম এখানে এসে আমাকে ভগ্নি সম্বোধন করে, আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তোমার হৃদয়ের সেই জ্বলন্ত অনলের ছবি দেখালে—যখন সেই চখের জলে ভেসে তোমার অন্তরের অন্তস্তলের শোকগাথা গুলি শুনালে, তখনিত আমি তোমাকে বলেছিলেম যে, এ জন্মে তোমায় আমায় বিচ্ছেদ হবে না। কেন সখি! তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাচ্চ না?

বিজলী।—আমিত সখি! যেতে অরাজি নই। আমিওত ভাই! প্রতিজ্ঞা করেছিলেম যে, আমিও তোমার জীবনের চিরসহচরী হলেম। আমিওত তোমার মুখ দেখে সব ভুলে আছি। (রোদন)

উত্তরা।—তুমি যখন তোমার পিতার শোকে—প্রাণসমা ভগ্নীর শোকে—আর মাতার দেশত্যাগ-জনিত শোকে কেঁদে আকুল হয়েছিলে, আমিত তখনই বলেছিলেম যে, তুমি আমার ভগ্নীর মত হলে।

বিজলী।—আমিও ত ভাই! তাই মনে করে, সকল দুঃখ ভুলে আছি। তবে এই মনে করে তোমার সঙ্গে যেতে চাচ্চি না যে, তুমি শ্বশুরবাটী চললে, আমি আর একবার আমার দুঃখিনী জননীর অনুসন্ধান করব। তিনি জীবিত কি দারুণ শোকে

পরলোক গমন করেছেন, আর একবার সন্ধান করে দেখব। এই জন্যেই আমি যেতে চাচ্চি না। নতুবা আমার আর তোমা বই কি অন্য গতি আছে? (রোদন)

উত্তরা।—না ভাই! তাও কি কখনো হয়? মা আমাকে কতদিন বলেছেন, তোমার একটী সুপাত্র দেখে বিয়ে দেবেন। দাদা কালও বৌকে বলেছেন যে, এইবার তোমার একটী বর জুটলে তাঁরা বড়ই সুখী হন। সখি! তুমি কেঁদোনা।

বিজলী।—তোমাকে দেখতে পাব না, এতেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ হচ্চে।

উত্তরা।—সখি! এ সময়ে তোমার চক্ষের জল পড়তে দেখে, আমার প্রাণ আরও কেঁদে উঠছে। তুমি কেঁদোনা।

(ঝিঁঝিট—একতালা।)

প্রাণসখি! তুমি আর ভেবোনা—ভেবোনা।
বিষাদে বিহ্বল হয়ে, কেঁদোনা কেঁদোনা।
তুমি আমার প্রাণ সই,
তোমায় আমায় এক হই,
তুমি ছাড়া আমি নই—
দুঃখনীরে ভেসোনা—ভেসোনা।

বিজলী।—তুমিত ভাই! বললে, কেঁদোনা—কিন্তু প্রাণ মানা মানে কৈ? তোমায় ছেড়ে থাকবো কি করে?

উত্তরা।—তবে তুমি আমার সঙ্গে চলনা কেন? পরে যখন তোমার পাত্র স্থির হবে, তখন তোমার বিয়েতে আমিও এখানে তোমার সঙ্গে এসে নবীন বরের করে তোমাকে সমর্পণ করে, আমিও নিশ্চিন্ত হব, তুমিও সুখী হবে।

বিজলী।—সখি!—আর কেন তামাসা কর? তুমি নাকি মনের মত পতি পেয়েছ, তাই আমাদের বিচ্ছেদ-অনল সহ্য করতে পারবে। তাই তুমি মনে করছ যে, পতি পেলেই বুঝি আত্মীয় পরিজনের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা, অদর্শন-দুঃখ কিছুই হয় না।

উত্তরা।—ভাল তবে তোমার বিয়েতে কাজ নেই। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে আজন্ম সুখে থাকতে পারবে, যদি এমন মনে কর, তবে আমার সঙ্গেই চল। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার এত কষ্ট হবে না। মন ব্যাকুল হলে, তুমি কাছে থাকলে, অনেকটা সহ্য হবে।

বিজলী।—তবে তুমি বৌকে বল, তিনি তোমার দাদাকে বলুন যে, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

উত্তরা।—আমি এখনই মাকে, দাদাকে আর বাবাকে বলব।

বিজলী।—তবে আমি তোমার সঙ্গে যাবার উদ্যোগ করিগে।

(বিজলীর প্রস্থান ও সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদা।—ঠাকুরঝি! তোমাকে যে তোমার দাদা ডাকছেন। এমন সময় একলা বসে এমন করে কাঁদলে কি হবে? সখী যে, তোমার কাছে ছিল, সেইবা গেল কোথায়?

উত্তরা।—বৌ! সখীও আমার সঙ্গে যাবে বলে কত কাঁদছে। তুমি ভাই! মাকে ও দাদাকে বলে, তাকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

সৌদা।—তাত সে কাঁদবেই ভাই! সে তোমাকে দেখেইত সকল দুঃখ ভুলে আছে। তা ভাই! যাতে তার যাওয়া হয়,

তাই করব। কিন্তু ঠাকুরঝি! তোমাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবো? (রোদন)

উত্তরা।—বৌ। আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্চি বটে, কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কি হচ্চে তা ভগবানই জানেন। আমি কেমন করে তোমাদের সকলকে ছেড়ে থাকবো? (রোদন)

সৌদা।—কেঁদোনা—কেঁদোনা আবার দেখা হবে। কেঁদোনা, ঐ তোমার দাদা আসচেন।

(সৌদামিনীর প্রস্থান ও উত্তরের প্রবেশ।)

উত্তরা।—দাদা! আপনি আমাকে ডাকছিলেন কেন?

উত্তর।—শুনলেম, তুমি অত্যন্ত কাতর হয়েছ, কেবল রোদন করছ। তাই তোমাকে ডাকছিলেম। কেঁদোনা, কেঁদোনা। তোমার শ্বশুর শ্বাশুড়ীই এখন তোমার পিতামাতা, আর পতিই তোমার পরম দেবতা হলেন। তোমার জীবনের এখন নূতন ব্রত আরম্ভ হল। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করে, তিকুল ও পিতৃকুল উজ্জ্বল করতে থাক। উত্তরে! তুমি অবশ্যই শুনেছ যে, মহাবীর পঞ্চপাণ্ডব, এখন রাজসিংহাসন গ্রহণ জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। দুর্য্যোধন অবশ্যই সহজে রাজ্যভার ত্যাগ করবে না। কাজেই অচিরে সমর উপস্থিত হবে। এজন্যে তাঁরা বড়ই ব্যস্ত। আমরাও পঞ্চপাণ্ডবের এই সমরে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি। সুতরাং তোমার সঙ্গে অচিরেই আবার দখা হবে।

উত্তরা।—দাদা! সে কবে আবার আপনারা যাবেন, কবে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, তা বলে কি আমার প্রাণ এখন স্থির হতে পারে? এখনত আমি জন্মের মত বিদায় হলেম। (রোদন)

উত্তর। উত্তরা! কেঁদোনা, কেঁদোনা; তুমি এ সময়ে এত অধীর হলে, মাকে সান্ত্বনা করবে কে? কেঁদোনা। আমি গমনের আয়োজন করিগে।

(উত্তরের প্রস্থান এবং সুদেষ্ণা ও সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সুদে।—(সরোদনে) আয় মা উত্তরা! আয়, একবার নয়নভরে তোর চাঁদমুখখানি দেখি। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরসধবা, পুত্রবতী ও সুখিনী হও।

উত্তরা।—মা! আমি কেমন কোরে তোমাকে না দেখে থাকব? (রোদন)

সুদেষ্ণা।—মেয়েছেলে হলেই মাবাপকে ছেড়ে থাকতে হয়।

উত্তরা।—মা! তবে কি আমায় জন্মের মত বিদায় দিলে? আর কি আমি তোমাদের দেখতে পাব না মা?

সৌদা।—ঠাকুরঝি! কেন ভাই! অমন সব অমঙ্গলের কথা বলছ?

উত্তরা।—বৌ! আমার প্রাণ যে অস্থির হচ্চে।

সুদেষ্ণা।—উত্তরা! কাঁদিসনে মা—

(বিরাট ও উত্তরের প্রবেশ।)

উত্তরা।—পিতঃ! আমি যাব না। আপনি আমায় কোথায় পাঠাচ্চেন? আমি এ বয়স পর্য্যন্ত একমুহূর্ত্তের জন্যওত আপনাদের ছেড়ে কোথাও যাইনি, আমি কেমন করে থাকব?

বিরাট।—কেন মা! তুমি এত কাতরা হচ্চ কেন? তোমার কোন ভাবনা নাই। আমরা শীঘ্রই আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।

উত্তরা।—পিতঃ! সখী আমার সঙ্গে যাবার জন্যে বড়ই ইচ্ছুক হয়েছে।

বিরাট।—বেশত, তার ইচ্ছা হয়ে থাকলে, স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে যেতে পারে।

উত্তরা।—সে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে।

সুদেষ্ণা।—বেশত মা! যাক না, সে তোমার সঙ্গে যাক। তুমি ছেলে মানুষ, একলাটীও থাকতে পারবে না, সে যাক। তুমি কেঁদোনা মা! কেঁদোনা।

উত্তরা।—মা! তবে আমি চল্লেম।

(ভৈরবী—একতালা।)

সবার চরণে আমি করি প্রণতি।
বিষাদে বিকল দেহ, চঞ্চল হয়েছে মতি।
বল কবে দুঃখিনীরে, এ বাসে আনিবে ফিরে,
দেখো তাত! রেখো মনে, আমি অভাগিনী অতি।
আমারে বিদায় দিয়ে, থেকো না মাগো! ভুলিয়ে,
দিনান্তে উত্তরা বলে, মনে করো এই মিনতি।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বিরাটরাজান্তঃপুর—উত্তরের কক্ষ।)

(উত্তর আসীন।)

উত্তর।—(স্বগত) মায়ার শক্তি কি বিচিত্র! ভগ্নি উত্তরা এ জীবন পর্য্যন্ত পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতির স্নেহে, যত্নে, আদরে পালিতা হতেছিল, সেই স্নেহ, যত্ন, আর আদর, সেই মায়ার শক্তিকে কত প্রবল করতেছিল, কিন্তু নূতন সম্বন্ধবন্ধন, তদপেক্ষা প্রবল হয়ে, সেই মায়ার বন্ধনকে শিথিল করে দিতে আরম্ভ করলে! উত্তরার জীবনের গতি আজ নূতন পথের পথিক। উত্তরা পতিসহ পতিরাজ্যে গমন কালে যে রোদনে বক্ষ ভাসিয়ে গেল—আহা! তাতে পাষণ্ডেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। একদিকে মায়া, টেনে রাখছে, আর একদিকে নূতন সম্বন্ধ, সেই মায়ার শক্তিকে খর্ব্ব করে টেনে নিয়ে যাচ্চে। কি চমৎকার দৃশ্য! ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!

(সৌদামিনীর প্রবেশ।)

সৌদামিনী।—নাথ! আমরা যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল ছিলেম। ঠাকুরঝি উত্তরা চলে গেলেন—আমি একাকিনী—(রোদন)

উত্তর।—প্রিয়ে! কেন?—এত রোদন কেন? জান না কি

বিবাহ হলেই স্বামী সঙ্গে গমন করতে হয়? যতদিন বিবাহ হয় নি, ততদিন যে, বিবাহ বিবাহ করে তুমি ক্ষেপে উঠেছিলে? আর এখন এত রোদন কেন? পাণ্ডবদিগের রথ এতক্ষণ কুরুক্ষেত্রাভিমুখে গেছে।

সৌদা।—কেন?—হস্তিনায় না গিয়ে, কুরুক্ষেত্রে কেন যাবেন?

উত্তর।—কুরুকুলের সঙ্গে যুদ্ধ করে, মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় রাজসিংহাসন অধিকার করলে পর হস্তিনায় যাবেন।

সৌদা।—ভাল, তবে কেন ঠাকুরজামাইকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে রাখলে না?

উত্তর।—প্রিয়ে! তোমার ঠাকুরজামাই ত আর স্ত্রীলোক নন যে, যুদ্ধের সময় অন্তঃপুরে লুকিয়ে বসে থাকবেন।

সৌদা।—তোমরা সৃষ্টির প্রথম থেকে আমাদের যুদ্ধে অধিকার দাও নাই বলেই আমরা যুদ্ধের সময় অন্তঃপুরে থাকি। যদি অধিকার দিতে, তাহলে একদিন দেখতে পেতে যে, ক্ষত্রিয় রমণীরাও যুদ্ধে যেতে ভয় পায় কি না?

উত্তর।—তা বটে। তোমরা ধনুর্ব্বাণ নিয়ে যুদ্ধে গেলে কি আর পৃথিবী থাকবে?

সৌদা।—কেন?

উত্তর।—এমন পাষণ্ড কে আছে যে, রণক্ষেত্রেই হক, আর অন্তত্রই হক, তোমাদের বিরুদ্ধে বাণক্ষেপ করতে পারে?—তার পর আর এক কথা—তোমাদের রূপ আর নয়নবাণেই পুরুষেরা পাগল—তার উপর শাণিত বাণ পুরুষদের বক্ষে পড়লে, কোন পুরুষ কি আর বাঁচবে? যুদ্ধের আগেই পুরুষেরা পঞ্চত্ব

পাবে। তাই বলি, তোমরা যুদ্ধে গেলে কি আর পৃথিবী থাকবে?

সৌদা।—একবার পরীক্ষা করে না দেখে, কেবল কল্পনার বলে, কথাটা উলটে দিলে চলবে কেন? পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের এতকাল ধরে যে ভাবে রেখে আসছে, তারা সেই ভাবেই আছে, যে ভাবে রাখবে, সেই ভাবেই থাকবে। কিন্তু কখনো মনে কোর না যে, আমরা চেষ্টা, আর অভ্যাস করলে, তোমাদের অনেক গুণ অধিকার করতে পারি না।

উত্তর।—ভাল, একবার সেই চেষ্টা আর অভ্যাস করে; জাতি আর সমাজের নিয়ম ও বিধি উলটে দিতে পার কি না দেখ। সতী যেমন, দশমূর্ত্তিতে মহান মহেশকে স্তম্ভিত করে-ছিলেন, তোমরাও এক এই রমণীরূপেই সেইমত দেবী ও মানবী। আবার এই রমণীরূপেই বিশ্বসংহারিণী পিশাচিনীমূর্ত্তি ধারণ করে, জগৎ ধ্বংস করতে পার, তাও অবশ্য স্বীকার করি। এ জগতে তোমাদের চিনে কে?

সৌদা।—আর তোমরা?—তোমাদের দেবমূর্ত্তি ও মানবমূর্ত্তি ছাড়া দানবমূর্ত্তিটা কোথা গেল? তোমরাই ত এই সমস্ত জগৎ অধিকার করে, আমাদের অন্তরালে রেখে, জগৎকে কেবল ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্চ। এ জগতে যে একটু শান্তি ও সন্তোষ দেখতে পাও, সে টুকু তোমাদের হাত এড়িয়ে কেবল আমাদের কাছেই আছে।

উত্তর।—পরাস্ত হলেম। এ যুদ্ধে তোমারই জয়। এখন যে দণ্ড দেওয়া নিয়ম, সেই দণ্ড দাও।

সৌদা।—পরাজিতকে বন্ধন করাই নিয়ম। এস, তোমায়

বন্ধন করি। (আলিঙ্গন) নাথ! বলি আজ অকস্মাৎ এ রণবেশ কেন?

উত্তর।—প্রিয়ে! পাণ্ডবদিগের নিকট আমরা প্রতিশ্রুত হয়েছি যে, কুরুদিগের সহিত সমরে আমরা সসৈন্যে তাঁহাদের সাহায্য করব।

সৌদা।—সেকি নাথ! তুমি যুদ্ধে যাবে? এ সময়ে?—একে ঠাকুরঝির অদর্শনে আমাদের হৃদয় ফেটে যাচ্চে—মা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিচ্চেন, এ সময়ে আবার তোমরা গেলে কি আমাদের দেহে প্রাণ থাকবে?—আমি তোমায় যেতে দেব না।

উত্তর। প্রিয়ে! কথাটাত ক্ষত্রিয়কন্যা—ক্ষত্রিয়ভার্য্যার মত হল না। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগে ক্ষত্রিয় বীরের স্বর্গলাভ হয়, তা কি জান না?

সৌদা।—জানি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রী, স্বামির অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী—সহধর্ম্মিণী কি না?

উত্তর।—অবশ্য সহধর্ম্মিণী।

সৌদা।—যুদ্ধ করাই যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, তবে আমারই বা সে ধর্ম্ম না হবে কেন? আমিও তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাব।

উত্তর।—প্রিয়ে! সমাজে এ নিয়ম প্রচলিত থাকলে, অবশ্য তোমায় নিয়ে যেতেম। সমাজে এ নিয়ম নাই, শাস্ত্রেও এ বিধি নাই।

সৌদা।—নাথ! সমাজের নিয়ম আর শাস্ত্র কে করেছে?

উত্তর।—সমাজনেতা পুণ্যবান মুনিঋষিরা।

সৌদা।—তাঁরা স্ত্রীলোক না পুরুষ?

উত্তর।—পুরুষ।

সৌদা।—একটা মানুষ, মল্লযুদ্ধে একটা সিংহকে পরাস্ত করছে, মানুষ এ ছবি বেশ আঁকতে পারে। কিন্তু সিংহ যদি আঁকতে জানত, তাহলে ছবিখানি অন্য রকম হত না কি? পুরুষেরা, এ জগতে আপনারা ভিন্ন অন্য কারও অস্তিত্ব নাই জ্ঞান করেই ঐ রকম সমাজবিধি করেছেন। সুখ, শান্তি, সন্তোষ, উন্নতি সব পুরুষদেরই লভ্য। আর আমরা চিরদাসী, কাজেই যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদের অধিকারিণী বৈত নয়।

উত্তর।—ভগবান যাদের যে ভাবে গড়েছেন, তাদের সেই ভাবেই থাকা বিধেয়। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সমকক্ষ হবে, ভগবানের কখনই এমত অভিপ্রায় নয়।

সৌদা।—ঐ'ত! এক ভগবানের দোহাই দিয়েই আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাও। কখনও এ বিষয়ে পরীক্ষা করেছিলে কি? যাহক নাথ! সত্যি সত্যি আমরা কিছু আর তোমাদের সব ক্ষমতা লোপ করতে যাচ্চি না, ভ্রমেও সে ইচ্ছা করি না। তবে তর্ক তুললে নাকি, তাই দু কথা বল্‌লেম। যাক, এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পঞ্চপাণ্ডব এত শিগ্‌গির যুদ্ধ উপস্থিত করতেছেন কেন?

উত্তর।—রাজসিংহাসনলাভের জন্যে। কিন্তু এযুদ্ধ যে সহজে অল্পে শেষ হবে, এমনত বোধ হয় না। জয়পরাজয় অবশ্য অনিশ্চিত। কিন্তু যেমন দেখছি, তাতে ভারতবর্ষের সকল রাজাই কোন না কোন পক্ষে এবার যোগ দিলে যুদ্ধানল অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠবে।

সৌদা।—এই কোটী কোটী নরনাশের শেষ ফল?

উত্তর।—কোন এক পক্ষের জয়লাভ।

সৌদা।—একজন লোকের স্বার্থের জন্য এই কোটী কোটী জীবন নাশ কি ভাল? যাতে এ যুদ্ধ না হয়, যাতে পঞ্চপাণ্ডব সহজে রাজসিংহাসন পান, এমন চেষ্টা করলে ভাল হয় না?

উত্তর।—অনেক চেষ্টা আগে হয়ে গেছে। এখন এযুদ্ধ কোন মতেই নিবারিত হতে পারে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন পাণ্ডবপক্ষে আছেন, তখন পাণ্ডবদিগের জয় নিশ্চয়। প্রিয়ে! প্রসন্নমনে বিদায় দাও—ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, যেন যুদ্ধে জয়ী হয়ে এসে পুনরায় তোমায় আলিঙ্গন করতে পারি।

(সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।)

প্রাণপ্রিয়ে! দেহ আলিঙ্গন।
ভীষণ পাণ্ডব-রণে করিলো গমন।
কবে এসে পুনর্ব্বার, হেরিব মুখ তোমার,
জুড়াব হৃদি আমার, বদন করি চুম্বন।

সৌদা।—প্রাণনাথ! তোমার সুখ, তোমার শান্তি, তোমার বল, তোমার উন্নতিতেই আমার সুখ, আমার শান্তি, আমার বল, আমার উন্নতি। তুমি জান আর নাই জান, আমি জানি, তুমি আর আমি, দুটীতে ভিন্ন দেহ হলেও, তুমি আমি এক। যেদিন বেদের সেই পবিত্র মন্ত্র দ্বারা তোমায় আমায় প্রাণে প্রাণে, মনে মনে, হৃদয়ে হৃদয়ে, অস্থিতে অস্থিতে এক হলেম বলে, প্রতিজ্ঞা করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি, সেই দিন থেকেই আমার আমিত্ব তোমাতেই মিশে গেছে। প্রাণেশ্বর! তোমার ইচ্ছাই এখন আমার ইচ্ছা। তুমি যখন উপস্থিত সমরে সসৈন্যে সাহায্য করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছ, তখন বীরভার্য্যা হয়ে, আমি সে

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে কখনই ইচ্ছা করতে পারি না। প্রাণেশ্বর! ভগবান করুন, তুমি সমরে বীরত্ব প্রদর্শন করে, অক্ষয় যশঃ লাভ করে এস। যদিও আমি এখানে একাকিনী রইলেম, কিন্তু আমার এ প্রাণটী তোমারি—সে তোমারি সঙ্গে চলিল।

(পাহাড়ী—যৎ।)

সঁপেছি জনম তরে এ প্রাণ তব চরণে।
তোমারি এ প্রাণ, নাথ! চলিল তোমারি সনে।
নাথ! নয়নে নয়নে,
যেদিন দেখা দুজনে,
সেদিন তোমাতে আমি মিশেছিহে প্রাণে—মনে।
আমিত নহি আমার,
আমি যে নাথ! তোমার,
চলিল—চলিল প্রাণ তব সনে আজি রণে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবিরাভ্যন্তর।)

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভিমন্যু।—(স্বগত) আমার পিতা মহাবীর ধনঞ্জয়, মাতুল গোবিন্দ; বীররক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, বীরধর্ম্মে আমি দীক্ষিত, তবে কেন আজ আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠছে? আমি কি কাপুরুষ?—তা হতে পারে, নতুবা কেন ভীরুর ন্যায় মন চঞ্চল হচ্ছে, বুঝতে পারছি না। অমঙ্গল হবে?—সেই আশঙ্কাতেই কি হৃদয় বিচলিত হচ্ছে?—অমঙ্গল আর কি হবে? সমরে পরাজয়?—হলই বা। যুদ্ধে গেলে হয় জয়, না হয় পরাজয়, এত ধরা কথা। পরাজয়ে কলঙ্ক হবে। তা ঠিক বটে, কিন্তু জয়ওত হতে পারে। কাপুরুষের ন্যায় পরাজয়ের আশঙ্কা করি কেন? পূজ্য আর্য্যগণ আমার হস্তে যে ভার দিয়েছেন, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, সে কার্য্য সাধন করা কি আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নয়?—অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদিন যে রণশিক্ষা করলেম, সে কি বৃথা হবে?—না, কখনই না। ক্ষত্রিয়কুমার অভিমন্যু, রণকৌশলে আর বীরত্বে কুরুকুলকে পরাস্ত করতে পারে কি না আজ দেখাবে। ওঃ! আবার হৃদয় বিকল হয়ে উঠছে কেন?—ওঃ! একদিকে নবপ্রণয়িণী প্রিয়তমা ভার্য্যার সেই স্বর্গীয়

প্রেমের সুখময় বন্ধন—অমিয়ময় আকর্ষণ আর একদিকে বীর-ধর্ম্মের মহা আকর্ষণ, এই উভয়ের মধ্যে পড়েই হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠছে। কেমনে আজ প্রিয়ার নিকট হতে বিদায় হব, এই ভাবনাতেই হৃদয় এখন অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় অস্থির হলে জগৎ যে হাসবে? সমরে জয়ী হয়ে আসতে পারি, প্রাণেশ্বরীর সহিত পুনর্ম্মিলনে এ জগতে অবশ্যই সুখের তরঙ্গ দ্বিগুণ বহিবে, পরাজিত হয়ে যদি রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করি, তাতেই বা ভয় ও দুঃখ কি? পরলোকে অবশ্যই আবার প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হবে।

(উত্তরার প্রবেশ।)

উত্তরা।—একি!—প্রাণনাথ! মুখখানি এমন বিষাদমাখা কেন?—যেন কত চিন্তামেঘ তোমার মুখচন্দ্রকে ঢাকছে। কি হয়েছে নাথ?

অভিমন্যু।—কৈ?—না। কিছুইত হয় নাই। কতদিনে এই মহাযুদ্ধের অবসান হবে, তাই ভাবছি।

উত্তরা।—ভাল নাথ! এ যুদ্ধে যে সকল মহাবীর রাজগণের আসবার কথা ছিল, তাঁরা কি সকলে এসেছেন?

অভি।—ভারতের সকল প্রান্তের সকল রাজাই এসেছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যখন সারথী হয়ে যুদ্ধ করছেন, তখন আর কেউ আসতে কি বাকি থাকে? সমস্ত রাজাই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন?

উত্তরা।—তবে আমার পিতা আর ভ্রাতা যুবরাজ উত্তর কি এসেছেন?

অভি।—(স্বগত) বিষম বিপদ! মহারাজ বিরাট ও যুবরাজ উত্তর রণক্ষেত্রে জীবনাহুতি দান করেছেন, প্রিয়া তা জানেন না। কিন্তু এ সময়ে এ সংবাদ দিলে, আমি যে জন্যে এসেছি, সে কাজেরও বিষম বাধা পড়বে।

উত্তরা।—নাথ! আমার কথার উত্তর দিচ্চনা কেন?—বল নাথ!—বল—বল—আমার পিতা আর ভাই উত্তর এসেছেন কি?

অভি।—প্রিয়ে!—তুমি এত চঞ্চলভাবে তাঁদের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন বল দেখি?

উত্তরা।—বলি, সকল রাজাই যদি এসে থাকেন, তাহলে তাঁরাও অবশ্য এসেছেন। কিন্তু কদিন থেকে আমার মন যেন কি অভাবনীয় বিপদের আশঙ্কা করছে। মনে ভাবছি পিতার কোন অমঙ্গল হয়েছে।

অভি।—প্রিয়ে! বীরপত্নীর পক্ষে অমঙ্গল-ভয়ে অস্থির হওয়া কি শোভা পায়? বীরের পক্ষে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ কি প্রার্থনীয় নয়?

উত্তরা।—হাঁ পরাজিত হওয়া অপেক্ষা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ অবশ্যই বীরের পক্ষে প্রশংসার কথা। কিন্তু আমরা অবলা রমণী; আমরা যতই কেন বীরকন্যা—বীরপত্নী না হই, তবুও পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কায় সদাই শঙ্কিত হয়ে থাকি।

অভি।—সে কথা সত্য বটে, কিন্তু যার অদৃষ্টে যা আছে, তা খণ্ডন হবার নয়। তোমার পিতা আর ভ্রাতার ভাগ্যে যদি সমরে বীরত্ব প্রদর্শনের পর নরজীবন বিসর্জ্জন করে, স্বর্গারোহণ করাই বিধির বিধি হয়, তাতে দুঃখ কি?

উত্তরা।—হা! তবে কি আমার পিতা, ভ্রাতা দুজনেই রণ-ক্ষেত্রে জীবনাহুতি দেছেন?—হা পিতঃ! তুমি কোথায় গেলে? ভাই উত্তর! মা তবে কার মুখ দেখে থাকবেন? হা পিতঃ! এই কি আমার বিবাহের ফল?—আমি কি বিরাট-বংশ নির্ব্বংশ হবার হেতু হয়েই জন্মেছিলেম? হা পিতঃ! রাজধানী হতে আসবার সময় আমার মন কত ব্যাকুল হয়েছিল, তখন মনে করেছিলেম, আমি বুঝি জন্মের মত যাচ্চি, আর আসব না—কিন্তু এ কি হল?—পিতঃ! তুমি অকালে কেমন করে চলে গেলে?—হা ভাই উত্তর! তুমিই বা কেমন করে চলে গেলে? হা!—একে পতিশোক—তার উপর পুত্রশোক—এই দ্বিগুণ শোকানলে মার প্রাণ কি বাঁচবে?—মাগো!—হা! তোমার কি হল! হা বিধি!—ওঃ!—প্রাণ যায়।

(পাহাড়ী—একতালা)

কি হল—কি হল আমার হায়!
হৃদি ফেটে যায়—ধিক বিধাতায়।
সমরে শয়ন করি, সবাকারে পরিহরি,
কোথা গেলে ওগো পিতঃ, দেখা দাও আমায়।
স্ত্রী-কন্যারে বিসর্জ্জিয়ে, পুত্রধনে সঙ্গে নিয়ে,
কেমনে গেলে চলিয়ে, শোকে প্রাণ যায়!

হা পিতঃ!—আমার জন্যই পাণ্ডবদিগের সঙ্গে তোমার বৈবাহিক সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধসূত্রেই তুমি সমরে সসৈন্যে এসে অকালে পুত্রের সহিত প্রাণ হারালে! আমিই তোমার অকালে সপুত্র প্রাণনাশের কারণ হলেম! (রোদন)

অভি।—প্রাণেশ্বরি! তোমার সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষের সম্বন্ধ বলেই

যে, মহারাজ বিরাট সপুত্র—সসৈন্যে এসেছিলেন, তা মনে ক'র না। এ সম্বন্ধ না হলেও তাঁরা অবশ্যই এই সময়ে আসতেন। এ মহাসমরে কেবল যে, তোমার জনক ও ভ্রাতা প্রাণ হারিয়েছেন, তাত নয়, আরও কত শত রাজা জীবন বিসর্জ্জন করেছেন। জীবন ও মৃত্যু ভগবানের হস্তে।

উত্তরা।—নাথ! আজ বিরাটবংশ যে, একেবারে নির্ম্মূল হল!

অভি।—প্রিয়ে! তোমার পিতা যেমন মহাবীর, তোমার ভ্রাতাও সেই মত তেজস্বী বীর ছিলেন। তাঁরা বীরধর্ম্ম পালন করে—সমরে জীবনাহুতি দিয়ে, সুরপুরে গমন করেছেন। সমরে প্রাণত্যাগ ক্ষত্রিয়ের চিরপ্রার্থনীয়।

উত্তরা।—হায়! বিধির কি বিধি! পতিশোক—পুত্রশোক, দুই বিষম শোকশেল আমার মায়ের কোমল হৃদয়ে কেমন করে পোড়া বিধি একেবারে নিক্ষেপ করলে?—হাঃ! মায়ের প্রাণে এ বিষম বজ্রাঘাত কেমন করে সহ্য হবে?—হা ভ্রাতঃ! তুমিই বা কেমন করে জননীকে—প্রিয়তমা ভার্য্যা সৌদামিনীকে পরিহার করে গেলে?

(ভৈরবী—আড়াঠেকা)

ভাইরে উত্তর! তুমি কেন হলে নিরুত্তর?
বার বার ডাকিতেছি, আসিয়ে দাওরে উত্তর।
পিতৃকুল হল ধ্বংস, নির্ব্বংশ বিরাট-বংশ,
হল ঘুণধরা বংশ, হৃদয় আমার।
হৃদি মম ফেটে যায়, কি করি—কি করি হায়!
কোথা ভাই! প্রাণ যায়, যাতনা অপার।
মা ভা কিরূপে রহিবে, সৌদামিনী কি করিবে,
কোথা তারা দাঁড়াইবে, কি হল সবার!

অভি। প্রাণেশ্বরি! পিতা আর ভ্রাতার বিয়োগ-শোক অবশ্যই অবলা রমণীর পক্ষে নিতান্ত অসহ্য। কিন্তু প্রিয়ে! ক্ষত্রিয় রমণীর পক্ষে—বীরকন্যা—বীর-বধূর পক্ষে শোকে এত বিহ্বল হওয়া উচিত নয়।

উত্তরা।—প্রাণনাথ! তোমরা পুরুষ—ক্ষত্রিয় পুরুষ, তোমাদের হৃদয় পাষাণে গাঁথা। পিতৃশোকে—ভ্রাতৃশোকে আমার হৃদয় যে কিরূপ বিদীর্ণ হচ্চে, তা তুমি কি জানবে নাথ? যদি দেখাবার হত, তাহলে আজ বুক চিরে দেখাতাম—পিতৃশোক আর ভ্রাতৃশোকানল আমার হৃদয়শতদলের প্রত্যেক দলকে কেমন ছারখার করে ফেলছে। নাথ! এ শোক আবার কত প্রবল হয়ে, আমার জননীর হৃদয়কে বিদীর্ণ করছে, তা তিনি ভিন্ন আর কেউ জানবে না।

অভি। প্রিয়ে! অবশ্য এ শোক বিষম শোক। পিতা ও ভ্রাতার বিয়োগে, স্বভাবতই সকল রমণীর হৃদয় দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রিয়ে! এ শোকের ফল কি? মানুষ সকলেই স্বস্ব কর্ম্ম সমাপ্ত হলেই এই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করে। তোমার পিতা ও ভ্রাতার কর্ম্ম শেষ হওয়াতেই তাঁরা প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করে, স্বর্গে গমন করেছেন। ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করে, স্বর্গে গমন করা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? প্রিয়ে! পিতা এবং মাতুল উভয়েই এখন এখানে নাই। শুভ অবসর বোধে কুরুকুল বিচিত্র ব্যূহ রচনা করে, আমাদের বিরুদ্ধে মহাসমরানল প্রজ্বলিত করে দিয়েছে। আমি ভিন্ন সে ব্যূহ ভেদ করতে জানে, পাণ্ডব-শিবিরে এমন বীর এখন আর কেউ নাই। এজন্যেই পূজনীয় পিতৃব্যগণ

আমাকে আজ সেই ব্যূহভেদ করে, কৌরবপক্ষকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে আজ্ঞা দান করেছেন। প্রিয়তমে! প্রসন্নমনে বিদায় দাও, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, আমি যেন অচিরে শত্রু-ব্যূহ ভেদ করে বীরধর্ম্ম পালন করতে সক্ষম হই।

(জয়জয়ন্তী—তাল ধামার)

বীরের নন্দন আমি বীরধর্ম্ম রাখিব।
বাহুবলে রণস্থলে শত্রুকুল নাশিব।
চলিলাম আজি রণে,
বিদায় দাও প্রসন্নমনে,
পুনঃ আসি প্রাণপ্রিয়ে! চন্দ্রানন নিরখিব।
রণে যদি যায় প্রাণ,
করিব সার্থক জ্ঞান,
সমরে যদ্যপি মরি অমরলোকে পশিব।
থেকো প্রিয়ে ধর্ম্মপথে,
অধর্ম্মেতে কোন মতে,
পদার্পণ করিও না—
সুখেতে দুজনে ধনি! স্বরগে পুনঃ মিলিব।

উত্তরা।—সেকি?—সেকি নাথ! তুমিও যুদ্ধে যাবে? না—না—আমি প্রাণান্তেও তোমারে সমরে যেতে দিব না। প্রাণেশ্বর! তুমি ভিন্ন এ জগতে যে, আর আমার কেউ নাই?

(ললিত—আড়াঠেকা)

ও কথা বোলোনা নাথ! দুঃখিনী উত্তরা প্রতি।
পিতা ভ্রাতা সব গেছে, বাকি আছে প্রাণপতি।

তুমি গেলে রণে, না জীব জীবনে,
ধরিহে তব চরণে, করি মিনতি।
একেত অবলা, তাহে রাজবালা,
কেমনে সহিব জ্বালা, কি হবে গতি?
যেওনা, যেওনা রণে করিহে স্তুতি।

অভি।—প্রিয়ে! উতলা হ'ও না। ক্ষত্রিয়-জীবনের প্রধান ব্রত বীরধর্ম্ম পালন। আমার গুরুজন, আত্মীয় স্বজন, প্রত্যেকেই সেই ব্রত পালনে নিযুক্ত হয়েছেন। সেই বীর-বংশে জন্মগ্রহণ করে, পূজনীয় পিতৃব্যদিগের আজ্ঞামত বীরধর্ম্ম পালন করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়?

উত্তরা।—প্রাণেশ্বর! বীরধর্ম্ম পালন করা—পূজনীয় পিতৃব্যদের আজ্ঞা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি তোমার পিতার ন্যায় নিজ বীরত্বে বিশ্ববিজয়ী হলে, অবশ্য তাতে আমিই গৌরবিনী হব। কিন্তু নাথ! অভাগিনীর কপাল ভেঙ্গেছে! পিতা ও ভ্রাতা, দুটীকে হারিয়েছি। আমার হৃদয় মধ্যে শোকানল যে কিরূপ প্রবল বেগে জ্বলছে, তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। প্রাণকান্ত! আমি এখন চারদিকেই কেবল অমঙ্গলের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই দেখছি। আমি যেন নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে পড়েছি। মন উদাস—প্রাণ আকুল। প্রাণনাথ! আমি এ সময়ে কেমন ক'রে তোমারে বিদায় দিব?

অভি।—প্রিয়তমে! তুমি অকারণ কেন অমঙ্গল গণনা করছ? জয় পরাজয় অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কুরুপক্ষ ব্যূহ রচনা করে, ভাবছে যে, আজ কেহই তাহাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কিন্তু প্রিয়ে! পিতার নিকট আমি যে, এই

ব্যূহভেদ শিক্ষা করেছি, কুরুপক্ষ তাহা জানে না বলেই এত দম্ভ করছে। প্রিয়ে। তুমি দেখ, আমি অচিরেই ব্যূহভেদ করে, আমার রণশিক্ষা আজ জগৎকে দেখাব। তুমি বীরকন্যা—বীর-পুত্রবধূ—বীরভার্য্যা, শেষ অনুরোধ, অধীর হ'ও না, বীররমণীর ন্যায় বিজয় প্রতীক্ষা করতে থাক।

(অভিমন্যুর প্রস্থান।)

উত্তরা। মা দাক্ষায়ণি! সন্তাপবারিণি মা! বীরকন্যা, বীরভার্য্যা, বীরাঙ্গনা, এ কথাগুলি শুনতে বেশ মা! যিনি আমার প্রাণেশ্বর, যিনি আমার সর্ব্বস্বধন, যাঁকে নিয়েই আমার এই জগৎ, সেই প্রাণের প্রাণ আজ সমরে গমন করলেন, আমার হৃদয়সাগর যে কি প্রবল চিন্তা আর ভাবনা-পবনে বিষম আন্দোলিত হচ্চে, মা! পতিপ্রাণা তুমি ভিন্ন তা আর কে জানবে মা? মা!—মঙ্গলচণ্ডিকে! আজকার সমরে আমার প্রাণ পতিকে রক্ষা কর মা! আমার পিতা নাই, ভ্রাতা নাই, আবার এই প্রাণপতি সমরে চললেন, দেখো মা! আমার প্রাণপতির যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

(ভৈরবী—আড়াঠেকা।)

কোথা গো মা পতিপ্রাণা! মহেশ-মনোমোহিনি!
সতীর প্রধানা সতী, পশুপতি-সোহাগিনি!
পতি যে কেমন ধন, কে জানে তোমার মতন,
পতির তরে জীবন, ত্যজেছিলে দাক্ষায়ণি!
হারায়েছি পিতা ভ্রাতা, কাঁদে অনাথিনী মাতা,
পুনঃ প্রাণপতি মম, চলিলেন রণে—

কাতরে ডাকে কিঙ্করী, করুণাময়ি !—শঙ্করি !
পতির প্রাণ রক্ষা করি, বাঁচা মা ভবভাবিনি !

(বিজলীর প্রবেশ।)

বিজলী।—একি সখি! কি হয়েছে ?—কাঁদচ কেন ?

উত্তরা।—হা সখি! সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ—আমার সর্ব্বনাশ !—

বিজলী।—সে কি ?—কি হয়েছে বল ?

উত্তরা।—পিতা নাই—ভ্রাতা নাই—আমার সর্ব্বনাশ !—

বিজলী।—সে কি ?—কে তোমাকে এ অমঙ্গলের কথা বললে ?

উত্তরা।—পিতা ভ্রাতা দুজনেই সংগ্রামে জীবন বিসর্জ্জন করে, মাকে আমার অনাথিনী করে গেছেন। (রোদন)

বিজলী। হা ভগবন্! একি শুনি ?—মহারাজ বিরাট, যিনি ধার্ম্মিক, পুণ্যবান ও দাতা বলে ভারতে বিখ্যাত, তিনি অকালে স্বর্গারোহণ করলেন! হা বিধি! তোমার এ কি বিধি ? আর কুমার উত্তর—যিনি সদ্যোবিকশিত কমলের ন্যায় ভারতে স্বীয় সৌরভ বিস্তার করছিলেন, যাঁর উপর জনকজননীর অনেক আশা ভরসা ছিল, হা করাল কাল! তাঁকে অকালে কেমন করে হরণ করলি ? হায়! মহারাণীর হৃদয়ে এই দুইটী দারুণ শোকশেল কেমন করে একেবারে নিক্ষেপ করলি ? (রোদন)

উত্তরা।—সখি !—বিপদের উপর আবার বিপদ। প্রাণনাথ আজ আবার সমরে গমন করেছেন। না জানি কি অমঙ্গল হবে। (রোদন)

বিজলী।—(স্বগত) একটী বিপদ উপস্থিত হলেই চারিদিক থেকে একে একে নানা বিপদ দেখা দেয়। (প্রকাশ্যে)

সখি! কুমার যুদ্ধে গমন করেছেন বটে, কিন্তু সে জন্যে তুমি কাতর হ'ও না। তিনি বীর-পুত্র, নিজে মহাবীর। তিনি অবশ্যই রণে জয়ী হয়ে আসবেন।

উত্তরা।—সখি! আমার মন আকুল, প্রাণ উদাস, হৃদয় নিরাশায় অন্ধকার। চার দিকেই যেন অমঙ্গলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখছি। যতক্ষণ না রণক্ষেত্র হতে প্রাণনাথের জয়-সংবাদ আসছে, ততক্ষণ আমি স্থির থাকতে পাচ্চি না। চল সখি! অগ্রসর হয়ে প্রতীক্ষা করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(কুরুক্ষেত্র—পাণ্ডব-শিবির।)

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল এবং সহদেব উপস্থিত।)

যুধি।—আচার্য্য দ্রোণ উপযুক্ত অবসর পেয়েই আজ এই চক্রব্যূহ রচনা করেছেন। ধনঞ্জয় এবং কৃষ্ণ, দুজনেই সংসপ্তক সমরে গমন করেছেন দেখে, আচার্য্য আজ এই কৌশলজাল বিস্তার করেছেন। তিনি বেশ জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, আর প্রদ্যুম্ন ব্যতীত কেহই চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানেন না।

ভীম।—তা বটে, কিন্তু বৎস অভিমন্যু যে, এই চক্রব্যূহ ভেদ করতে শিক্ষা করেছে, আচার্য্য বোধ হয় তা জানেন না।

যুধি।—সত্য বটে বৎস অভিমন্যু চক্রব্যূহ ভেদ করতে শিক্ষা করেছে, কিন্তু তাকে আজ সমরে পাঠাতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে না।

ভীম।—আর্য্য! আপনি বৃথা আশঙ্কা করছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহাবীর অভিমন্যু আজ চক্রব্যূহ ভেদ করে, মহাবীরত্বে যশের কীরিট মস্তকে ধারণ করতে সক্ষম হবে।

নকুল। বৎস অভিমন্যু যখন নিজে এই চক্রব্যূহ ভেদ করতে সম্মত হয়ে, সমর-সজ্জা করতে গেছে, তখন আপনার পক্ষে চিন্তিত হবার কোন কারণ নাই।

(অভিমন্যুর প্রবেশ।)

অভি। আপনারা এত বিষণ্ণ হয়েছেন কেন?

ভীম। বৎস! দ্রোণাচার্য্য আজ চক্রব্যূহ রচনা করে, কেবল যে, আমাদের অস্থির করে তুলেছেন, তা নয়, বড়ই লজ্জা দিতেছেন।

সহদেব। বৎস! বড়ই লজ্জার কথা যে, পাণ্ডবপক্ষে এত মহারথ থাকতে, কেহই আজ সমরে অগ্রসর হয়ে স্থির থাকতে পারছেন না।

যুধি। বৎস অভিমন্যু! তোমার পিতা ধনঞ্জয় এসে যাতে আমাদের এই কাপুরুষতা দেখে, লজ্জা দিতে না পারেন, কৃষ্ণ যাতে ধিক্কার দিতে না পারেন, আমাদের কি তা করা কর্ত্তব্য নয়?

অভি।—অবশ্য কর্ত্তব্য।

যুধি।—বৎস! আজিকার এ কলঙ্ক, এ লজ্জা, এ অপবাদ কেবলমাত্র তুমিই দূর করতে সক্ষম। তুমি আজ দ্রোণাচার্য্যের এই চক্রব্যূহ ভেদ করে, দেখাও যে, তোমার মত অতি অল্পবয়স্ক বীরও পাণ্ডবপক্ষ হতে চক্রব্যূহ ভেদ করতে সমর্থ।

অভি।—আর্য্য! পূজ্য পাণ্ডুর বীর-রক্ত কি আমার এই

দেহে প্রবাহিত হচ্চে না? আমি কি আপনাদের বংশধর নই? আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমি এখনই চক্রব্যূহ ভেদ করে, কুরুসৈন্য সংহার করে আসি।

যুধি। বৎস! তুমি বীর-পুত্র—মহাবীর। বীরের উপযুক্ত কথাই বলেছ। জয়লক্ষ্মী অবশ্যই তোমাকে আলিঙ্গন দান করবেন।

অভি।—কেবলমাত্র সাহস, শৌর্য্য, বীরত্ব আর রণ-শিক্ষার উপর সংগ্রামে বিজয় লাভ নির্ভর করে না, অবশ্যই কত-কটা ভাগ্যের উপরও নির্ভর করে। আর্য্যগণ! যদিই আজ নিয়তি আমার প্রতি অপ্রসন্ন হন, যদিই আজ আমাকে সমরা-নলে জীবনাহুতি দান করতে হয়, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে অবশ্যই কুরুপক্ষের প্রত্যেক মহাবীরকেই উপযুক্ত শিক্ষা দান করে, পাণ্ডব নামের গৌরব রক্ষা করব।

যুধি।—ভগবান অবশ্যই তোমার কামনা পূর্ণ করবেন।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কুরুক্ষেত্র—চক্রব্যূহাভ্যন্তর।)

(অভিমন্যুকে বেষ্টন করিয়া, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, বৃহদ্বল এবং কৃতবর্ম্মার প্রবেশ।)

অভি।—ওঃ! আমি আজ সপ্তরথীর মধ্যে পড়েছি!—ভাল, ভাল!—আচার্য্য দ্রোণ! এই কি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম?—এই কি যুদ্ধ-ধর্ম্ম?—একে একে যুদ্ধ করাই ধর্ম্ম—কিন্তু এ কি?—আমি একা, আর তোমরা সাত জন। মহাবীর অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যু এতেও ভীত নয়।

বৃহদ্বল।—বৃথা গর্ব্ব রেখে দে। ভয়ে শরীর কাঁপছে, তবু বলছিস ভীত নই। পাণ্ডবপক্ষের যত বল আজ জানা গেছে সামান্য বালককে যখন যুদ্ধে পাঠিয়েছে, তখনই বোঝা গেছে, পাণ্ডবপক্ষ আজ বীরহীন।

অভি।—সামান্য বালক বটে, কিন্তু এই সামান্য বালকই আজ তোমাদের সহস্র সহস্র সৈন্য সংহার করে, তোমাদের প্রত্যেককে বারবার পরাস্ত করে আসছে। তাই এই সামান্য বালকের বিরুদ্ধে তোমরা সাত জন মহারথ আজ অধর্ম্ম-যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছ।

বৃহদ্বল।—অহো! মুখের বীরত্ব ছেড়ে দে—শরীরে যদি ক্ষত্রিয় তেজ থাকে, বাহুবল প্রকাশ কর।

অভি।—হা! ক্ষত্রিয় তেজ আছে কি না, এখনও কি তা জানতে পারনি?—ভাল, এস দেখি, একে একে যুদ্ধ কর, দেখ

থাক, কার বাহুতে কত বল। সে সাহসত তোমাদের নাই, তাই সাতজনে মিলে একজনের উপর বাণ বর্ষণ করছ।

জয়দ্রথ।—তোর বীরত্বের ফলস্বরূপ রথ, অশ্ব, সমস্ত ধনুর্ব্বাণ-হারা হয়ে এখন অসি, ভল্ল, গদা ধরে যুদ্ধ করছিস। আর বীরত্বের পরিচয় দিসনে।

অভি।—অধর্ম্ম যখন তোদের আশ্রয়, স্বয়ং দ্রোণাচার্য্য যখন অধর্ম্ম-সমরে লিপ্ত, তখন তোদের সঙ্গে কথা কহাই পাপ। আজ যদি পিতৃব্যগণ আমার অনুসরণ করে, ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করতে পারতেন, তাহলে এতক্ষণ তোদের প্রত্যেকের মুণ্ডপাত হত। আর বৃথা বাক্যের প্রয়োজন কি? অধর্ম্ম-যুদ্ধই যখন তোদের আশ্রয়, তখন আয়, যতক্ষণ দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ তোদের দশবিন্দু রক্তপাত করতে ক্ষান্ত হব না।

(সপ্তরথী কর্ত্তৃক অভিমন্যুকে আক্রমণ ও যুদ্ধ)

অভি।—বৃহদ্বল! তুই বড়ই দর্প করছিস, দেখ্, এই তোর মুণ্ডপাত করি।

(অভিমন্যুর অস্ত্রাঘাতে বৃহদ্বলের প্রাণত্যাগ।)

অভি।—এখনও বলি, যদি ক্ষত্রিয় হও, যদি বীর-ধর্ম্ম মান্য কর, তা হলে এস, একে একে যুদ্ধ কর, বৃহদ্বলের ন্যায় সকলেরই মুণ্ডপাত করব।

(মহাযুদ্ধ এবং অভিমন্যুর ক্লান্ত হওন।)

জয়দ্রথ।—এইবার দেখ্! কে কার মুণ্ডপাত করে।

(জয়দ্রথের অস্ত্রাঘাতে অভিমন্যুর পতন এবং
কৌরব-সৈন্য মধ্যে মহানন্দ-ধ্বনি।)

(দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতির প্রস্থান।)

অভি।—(স্বগত) যায়!—প্রাণ যায়!—যাক—পিতৃকূলের জন্য প্রাণ দিলেম, ইহাই এ জগতে আমার শেষ সুখ। কিন্তু মনে বড় দুঃখ রৈল, ক্ষত্রিয় নামে বিদিত সাতটা কাপুরুষ, অধর্ম্ম-সংগ্রামে আমাকে পাতিত করলে। পিতঃ! এই অন্তিমকালে একবার আপনার চরণ দর্শন করতে পেলেম না, মনে এই দুঃখ রৈল। আর মা!—জননি! তোমার জীবনের সুখতারা আজ খসে পড়ল! মা! অকালে চল্লেম—মনে না জানি কতই ব্যাথা পাবে। কিন্তু তুমি বীর-রমণী, বংশ-গৌরব স্মরণ করে, সে দুঃখ—পুত্রশোক ভুলে যেও মা।—আর প্রিয়ে!—উত্তরে!—নবীন যৌবনে তোমাকে বিধবা করে চল্লেম—সোণার প্রতিমা শোকানলে জ্বালিয়ে চল্লেম!—কিন্তু প্রিয়ে! তুমি বীর-কন্যা—বীর-ভার্য্যা। তোমার স্বামী আজ একা মহা সপ্তরথীর সহিত সংগ্রামে পতিত হল, ইহাই স্মরণ করে, অবশ্যই গৌরব অনুভব করতে পারবে। প্রিয়ে!—উত্তরে!—চল্লেম—স্বর্গধামে আবার দেখা হবে। (মৃত্যু)

(যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব প্রভৃতির প্রবেশ।)

যুধি।—হা বৎস অভিমন্যু! তুমি কোথায় গেলে! হা! আজ আমি কি মহাপাপে নিমগ্ন হলেম। কেন আমি আজ কুক্ষণে প্রাণোপম অভিমন্যুকে একাকী সমরে পাঠিয়েছিলেম! যদিইবা পাঠিয়েছিলেম, কেনই বা পরের কথা শুনে অভিমন্যুর অনুসরণ করতে ক্ষান্ত হলেম? যদি সসৈন্যে অভিমন্যুর অনুসরণ করতেম, তা হলেত আজ এমন সর্ব্বনাশ হত না। তাহলে এই নবীন কমল ত অকালে শুকাত না। হা বৎস! তুমি কোথায় গেলে? হা! তুমি যে অর্জ্জুনের প্রাণপ্রিয় পুত্র—তুমি

যে, গোবিন্দের প্রিয়তম ভাগিনেয়। হায়! আজকার সমরে কেনই বা আমি নিজে এই পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করলেম না? হায়! এই হৃদয়ভেদী সংবাদ শুনে, অর্জ্জুন কি জীবিত থাকবে? হায়! অর্জ্জুন যখন আমায় জিজ্ঞাসা করবে, "আর্য্য! আপনি কেমন করে, বালক অভিমন্যুকে একা সমরে পাঠিয়েছিলেন?" তখন আমি তারে কি বলব?—ভাই ভীম!—না, আর না, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। চাইনা, চাইনা আমি রাজ্যধন, চাইনা আমি সুখ-সম্মান। ভাই! যুদ্ধে ক্ষান্ত দাও, চল বনে যাই—না, আর না। হা অভিমন্যু!—

(অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

অর্জ্জুন।—একি! আমার প্রাণের অভিমন্যু আজ প্রাণত্যাগ করেছে!—হা অভিমন্যু!—হা বৎস! তুমি কোথায় গেলে? অকালে—অসময়ে তুমি আমাদের হৃদয় আঁধার করে কোথায় পালালে?—ওহো!—অসহ্য—অসহ্য—যাতনা অসহ্য। হা বৎস! কোথায় আমি আগে প্রাণত্যাগ করব, না তুমি আগে চলে-গেলে!—সখে!—কৃষ্ণ! আমার এ কি সর্ব্বনাশ হল? তোমার ভগিনীর হৃদয়ে কেন আজ অকালে এই বজ্রাঘাত হল? উঃ! প্রাণ ফেটে যায়। হা অভিমন্যু!—উঠ বাপ! একবার চেয়ে দেখ, একবার চাঁদমুখে পিতা বলে ডাক। হা! ফুরাল—ফুরাল—আমার সব সাধ ফুরাল—আমার নয়নের আলো নিবিল—আমার জীবনের আশাতরু অকালে শুকাল। আর্য্য! আজকের সমরে কিরূপে আমার এ সর্ব্বনাশ হল?

যুধি।—ভাই! দ্রোণাচার্য্য আজ চক্রব্যূহ রচনা করেছিলেন।

আমাদের মধ্যে কেবল মাত্র বৎস অভিমন্যু সেই ব্যূহভেদ করতে জানত বলে, বৎস একাই মহাবীরত্বে সেই ব্যূহ ভেদ করে।

অর্জ্জুন।—বৎস অভিমন্যু! ধন্য বীরপুত্র তুমি! তার পর?

যুধিষ্ঠির।—তারপর অভিমন্যু, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ প্রভৃতি অনেকের সহিত মহাবীরত্বে যুদ্ধ করে, প্রত্যেককেই পরাস্ত করে। অধার্ম্মিক কৌরবগণ কোনমতে অভিমন্যুকে পরাজিত করতে না পেরে, শেষ সপ্তরথী মিলে একক অভিমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে।

অর্জ্জুন।—কি! সপ্তরথী ঘিরে একা অভিমন্যুকে আক্রমণ করে? কি কাপুরুষ!

যুধি।—অভিমন্যু একক হলেও সেই সাতজন কাপুরুষকে শত শত বাণে বিদ্ধ করে, শেষে বৃহদ্বলের প্রাণ সংহার করে।

অর্জ্জুন।—অভিমন্যু!—ধন্য!—তুমি ধন্য!—

যুধি।—তারপর জয়দ্রথ, বৎস অভিমন্যুর প্রাণ সংহার—

অর্জ্জুন।—কি! সেই পাষণ্ড কাপুরুষ জয়দ্রথ আমার প্রাণের অভিমন্যুর প্রাণসংহার করেছে। আর্য্য! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যদি একবিন্দু ক্ষত্রিয় রক্ত আমার দেহে থাকে, তাহলে সেই নৃশংস জয়দ্রথের প্রাণ সংহার করবই করব। যদি এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে না পারি, আপনাদের সমক্ষে জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ করে, জীবনের অবসান করব।

ভীম।—ভাই! তোমার এই প্রতিজ্ঞা যদিই পূর্ণ না হয়, তা হলে নিশ্চয় জেনো, জয়দ্রথের মুণ্ডপাত না করে, আমি জলগ্রহণ করব না।

অর্জ্জুন।—আর্য্য! আমার প্রতিজ্ঞা, জয়দ্রথকে সংহার করবই

করব, কিন্তু আর্য্য! সহস্র জয়দ্রথকে বধ করলেও আমার হৃদয়ের এই বিষম শোক নিবারিত হবে না।

শ্রীকৃষ্ণ।—সখে! এ শোক অবশ্যই বিষম শোক। কিন্তু অভিমন্যু আপন কর্ম্মফলেই সমরে মহাবীরের ন্যায় জীবন বিসর্জ্জন করে সুরপুরে প্রস্থান করেছে। তুমি নিজে মহাবীর, তোমার পুত্র বীরধর্ম্ম পালন করেছে দেখেও কেন অধীর হচ্চ? ধর্ম্মরাজ! সকলে উঠুন, বিলাপ করবেন না। এখন প্রেতকৃত্য সমাধা করুন। আপনারা যদি এরূপে কাতর হন, তা হলে সুভদ্রা আর উত্তরার দশা কি হবে?

(অভিমন্যুর শব লইয়া সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(পাণ্ডব-শিবির।)

(উন্মাদিনীবেশে উত্তরার প্রবেশ।)

উত্তরা।—হা! ফুরাল—ফুরাল—সব ফুরাল! হা নাথ! হা প্রাণেশ্বর!—হা হৃদয়রাজ!—হা সর্ব্বস্বধন! গেলে—গেলে—তুমি চলে গেলে?—এই অভাগিনীর বুকে সহস্র বজ্রপাত করে চলে গেলে?—হা! আমি এখনও জীবিত আছি!—আমার বুক ভিতরে ভিতরে ফাটছে—বাহিরে ফাটছে না কেন?—কেন আমার প্রাণ এখনও যাচ্চে না!—ওঃ!—কি হল!—কি হল!—আমার কি হল!—আমার প্রাণেশ্বর কোথায় গেল?—কে তাঁরে নিয়ে গেল?—কোথায়?—কোথায়?—হা নাথ! তোমায় যে চখে চখে—প্রাণে প্রাণে—মনে মনে—হৃদয়ে হৃদয়ে বেঁধে রেখেছিলেম। তুমি সেই বন্ধন ছিন্ন করে, কেমন করে আমারে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে গেলে? হা নাথ!—এই কি তোমার ভালবাসা?—প্রাণকান্ত!—আমি যে, তোমা বিনা আর কারেও জান্তেম না।

(ভৈরবী—আড়াঠেকা।)

সঙ্গের সঙ্গিনী নাথ! করহে আমায়।
পিতা যে সঁপিয়াছিল, আমারে তোমায়।
"ইহারে তোমার করে, দিলাম জনম তরে,"
ফেলিয়া সে উত্তরারে, পালালে কোথায়?

আপনি চলিয়া গেলে, একবার না ডাকিলে,
দাসীর দশা না ভাবিলে, কি হবে উপায়!

হা বিধি!—তোর এ কি বিধি?—নবীন জীবনে প্রাণপতির পদসেবা করে জীবন সার্থক না করতে করতে, তুই তাঁকে হরণ করলি!—আমার হৃদয়-সিংহাসনের ইষ্ট দেবতাকে অকালে কেড়ে নিলি!—হায়! নিবিল—চক্ষের আলো নিবিল—সকল আশা ফুরাল—কিন্তু এখনও প্রাণ গেল না কেন?—হা জীবিতেশ্বর!—কোথায়?—তুমি কোথায়?—একবার দেখা দাও—একবার হেসে হেসে কাছে এসে দেখা দাও—একবার সেই "প্রিয়ে!" বলে ডাক। না—আর না—আর সহ্য হয় না। গেল—প্রাণ গেল!—প্রাণনাথ! দেখা দাও—দেখা দাও—

(পাহাড়ী—আড়াঠেকা।)

কোথা গেলে প্রাণনাথ! ত্যজিয়ে আমায়?
কি কুক্ষণে আজি তোমায় দিয়েছি বিদায়।
তোমারে না দেখি হায়! হৃদয় ফাটিয়ে যায়,
আর কোন আশে নাথ! রব এ ধরায়?

প্রাণনাথ!—এ কি!—এ কি বিচার?—এই কি তোমার বীর-ধর্ম্ম? হা!—অবলা নারী হত্যাই কি বীর-ধর্ম্ম? এ ধর্ম্ম তোমায় কে শিখালে নাথ?—বল নাথ! বল বল—আমারে এই যে, অকূল শোকসাগরে ভাসিয়ে গেলে—বল নাথ! এই কি ধর্ম্মের বিধি?—এ জগতে তোমা ভিন্ন আমি যে, আর কিছুই জানি না। তোমার পদসেবা—তোমার সন্তোষসাধন—তোমার পূজাই যে আমার জীবনের ব্রত ছিল। হা নাথ! সেই ব্রত উদ্‌যাপন না হতে হতে কোথায় পালালে?—বল নাথ! এ জগতে পতি

ভিন্ন নারীর আর কে আছে? পতিই স্বর্গ, পতিই ধর্ম্ম, পতিই গুরু—পতিই ইষ্ট দেবতা। হা! আজ আমি সেই সব হারা!—হা! আমার মত অভাগিনী এ জগতে আর কে আছে?—হা বিধি!—তুই পুরুষ, তুই রমণীর হৃদয়ের ব্যাথা কি জানবি?—তা যদি জানতিস, তা হলে, আজ আমার সর্ব্বস্ব হরণ করতিস না। হা! তোরেই বা কি দোষ দেব? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। পিতা গেল, ভ্রাতা গেল, শেষে প্রাণপতি গেল, কিন্তু প্রাণ গেল না কেন?

(ভৈরবী—মধ্যমান।)

কেনরে জীবন আর, আছিস এ দেহ-বাসে।
হারা হয়ে পতিধনে, থাকিতে চাহ কি আশে?
দেহ ছাড়ি যারে প্রাণ, হক দুঃখ অবসান,
এখন মম পরিত্রাণ, কেবল জীবন নাশে।

না—যাবে না—এ প্রাণ যাবে না। এ পাপ প্রাণ যাবার হলে, কেন সর্ব্বনাশ হবে? হা!—অন্ধকার!—অন্ধকার!—হৃদয়ের ভিতর অন্ধকার!—যে দিকে চাই, সেই দিকেই দেখি অন্ধকার! অন্ধকারের মধ্যে ও কি দেখ্‌ছি? ঐ যে, আমার প্রাণনাথ, পুষ্পকরথে চড়ে ইন্দ্রালয়ে যাচ্চেন। নাথ! দাঁড়াও—দাঁড়াও—দাসীকে নে চল। নেবে না?—নেবে না?—ঐ—ঐ—প্রাণনাথ চলে গেলেন—হা নাথ!—(মূর্চ্ছা)

(সুভদ্রার প্রবেশ।)

সুভদ্রা।—হা বৎস অভিমন্যু!—দেখে যাও—দেখে যাও—তোমার প্রিয়তমা উত্তরার দশা দেখে যাও। বাছারে!—তোরে দশমাস দশদিন এই জঠরে ধারণ করে, তোরে লালন

পালন করেছিলেম—তুই মায়ের মায়া কেটে চলে গেলি—কিন্তু বাপ!—একবার দেখে যা—যে উত্তরা তোর পদসেবা ভিন্ন জল গ্রহণ করত না—দেখে যা, তার দশা কি করলি!—হা বৎস!—তোর মনে কি এই ছিল?—

(সিন্ধু ভৈরবী—যৎ।)

কোথা গেলি যাদুমণি! ত্যজিয়ে আজি আমায়।
না হেরে তোর চাঁদমুখ, হৃদয় ফাটিয়ে যায়।
তুইরে নয়নের তারা,
তোরে আজি হয়ে হারা,
ফুরাল সকল আশা, আঁখি দুটী অন্ধপ্রায়।
সহেনা যাতনা প্রাণে, দেখা দে দুঃখিনী মায়।

উত্তরা।—(চেতনা প্রাপ্তে) কে তুমি?—কে?—কৈ?—আমার প্রাণেশ্বর কৈ?—তুমি তাকে কোথায় রেখে এলে?

সুভদ্রা।—হা বৎস!—হা অভিমন্যু!—দেখা দে বাপ! একবার দেখে যা, তোর শোকে আজ উত্তরা উন্মাদিনী! উত্তরা!—আমার দিকে চেয়ে দেখ মা!—

উত্তরা।—মা!—মা!—আমার কি হল মা! কেন মা আমার এ সর্ব্বনাশ হল?—কেন মা তুমি তাঁকে যুদ্ধে পাঠালে? তুমি যদি না পাঠাতে, তা হলেত এ সর্ব্বনাশ হত না।

সুভদ্রা।—মা!—আমিত যুদ্ধে পাঠাই নি মা! অভিমন্যু যে আমার নয়নের মণি—আমি যে অভিমন্যুর মুখ দেখেই বেঁচে ছিলেম মা!—আমার যে হৃদয় ফেটে যাচ্চে মা!—আমার মত অভাগিনী আর কেউ নাই মা!—আজ সপ্তরথীতে পড়ে সেই

সুকুমার বালককে বধ করলে—সেই কোমলকলি অকালে ছিন্ন করলে।

উত্তরা।—উঃ!—আর না—আর পারি না। যাতনা অসহ্য! সপ্তরথীতে পড়ে আমার প্রাণেশ্বরকে হত্যা করে—আমাকে অকালে বিধবা করেছে।—ওঃ! আমি না ক্ষত্রিয়-কন্যা?—আমি না ক্ষত্রিয়ের পুত্রবধূ?—আমি না বীরভার্য্যা?—মা! ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, অস্ত্র দাও, আমি যাই—আমি যুদ্ধস্থানে যাই। দেখি গিয়ে যে পাষণ্ড সপ্তরথী, আমার হৃদয়শতদল আজ ছিন্ন করেছে, আমার চক্ষের জ্যোতিঃ আজ হরণ করেছে, ছেড়ে দাও মা! দেখি গিয়ে সেই সপ্তরথী কেমন বীর। হয় তাদের প্রত্যেকের প্রাণসংহার করব, নয় তাদের যে হস্তে আমার প্রাণেশ্বর হত হয়েছেন, সেই হস্তে আমিও হত হয়ে, প্রাণেশ্বরের নিকট চলে যাব। না—না—আর সহ্য হয় না। দাও, ছেড়ে দাও।—

(গমনোদ্যোগ ও সুভদ্রাকর্ত্তৃক ধারণ।)

সুভদ্রা।—মা! তুমি একা যাবে কেন মা?—আমিও যাব। আমি আর কার মুখ দেখে এ জ্বালা জুড়াব মা?—মাগো!—শান্ত হও। তোমার গর্ভে যে অভিমন্যুর সন্তান রয়েছে মা!—তুমিত দুদিন পরে সন্তানের মুখ দেখে অনেকটা শোক ভুলতে পারবে মা! আমি একমাত্র পুত্রহারা হলেম—আমি কার মুখ দেখে এ জ্বালা ভুলব মা?

উত্তরা।—ওঃ!—আমার গর্ভে সন্তান আছে!—হা! পিতৃহীন অনাথ সন্তানের জীবন ধারণে কি ফল মা? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও, আমি যাই।—যদি সেই পাপ সপ্তরথী আমায় বধ না করে, ছেড়ে দাও, আমি জ্বলন্ত চিতায় পতির পাশে শয়ন করে,

সকল দুঃখ জুড়াই।—আর না—আর না—আমি যাই। ঐ আমাকে পতি ডাকচেন। এতক্ষণঃচিতা জ্বলেছে। আমি যাই, সেই জ্বলন্ত চিতায় জ্বলে জীবন জুড়াই। আমি অনাথিনী বিরাট-নন্দিনী। ফুরাল—ফুরাল—উত্তরার এ জগতে সব ফুরাল! প্রাণনাথ! দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি যাই—যাই—

(যবনিকা পতন।)